প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৩ ◆ ৭ - ১৩ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট-জয়ন্তীর পুণ্যবর্ষ প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পালকীয় পত্র

ঈদ মোবারক

পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক দপ্তরের বাণী

শুভ নববর্ষ ১৪৩১

১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ

জন্ম : ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বর তোমার আত্মাকে
অনন্ত শান্তি দান করুন।

১৪ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, দেখতে দেখতে ১৪টি বছর পেরিয়ে গেল। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছ তুমি। আমরা সবাই তোমার শূন্যতা মনে প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি, পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান করো, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তুমি ছিলে, তুমি থাকবে, আমাদের সবার অন্তরে এবং তোমার সকল কাজে।

তোমারই প্রিয়জনেরা

ছেলে ও ছেলে বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ - মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক, আনন্দ ও টাইগো

৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার (পারুল ভিলা)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/৭৩/২০২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১৩
৭ - ১৩ , ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৪ - ৩০ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

আনন্দ সহভাগিতা

পুনরুত্থান পর্বের আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই আরো দু'টি জাতীয় আনন্দোৎসব সমাগত। একটি পবিত্র ঈদুল ফিতর আর অন্যটি বাংলা নববর্ষ। প্রথমটি ধর্মীয় হলেও বর্তমান সময়ে তা দ্বিতীয়টির মতো সর্বজনীন হয়ে ওঠেছে। কেননা ধর্ম যার যার হলেও আমরা সকলেই ভেদাভেদ ভুলে আনন্দের শামিল হচ্ছি।

'ঈদ' আরবি শব্দটির বাংলা অর্থ খুশি, আনন্দ, আনন্দোৎসব ইত্যাদি। আর ফিতর অর্থ রোজা ভাঙা, খাওয়া ইত্যাদি। তাহলে ঈদুল ফিতর অর্থ দাঁড়ায় রোজা শেষ হওয়ার আনন্দ। সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায় এক মাস সিয়াম সাধনা শেষ করে পবিত্র ঈদুল ফিতর আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে। অন্যান্য উৎসব থেকে ঈদের পার্থক্য হলো- সবাই এর অংশীদার। সবার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে রয়েছে অপার আনন্দ। ঈদের দিন ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই এককাতারে শামিল হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি কামনা করে। ঈদের আগের এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা হয়। অপরের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে সচেষ্ট হয়। রোজার প্রধান লক্ষ্য ত্যাগ ও সংযম। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে তা হবে সবার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বাস্তবতায় দেখি, রোজার মাসেই ব্যবসায়ীদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারসাজি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনা ঘটানো, পরিবহন ও যানবাহনে নৈরাজ্য, সঠিক সময়ে মজুরি না দেওয়া ইত্যাদি নানা রকমের অসঙ্গতি। ফলশ্রুতিতে বেশ বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠী ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

ঈদ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তের মুসলিমগণ পারস্পরিক সহযোগিতায় একপ্রাণ হবেন এটিই প্রত্যাশা করা হয়। ঈদ মনকে দেয় আনন্দ। বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় ভালোবাসা-প্রীতি। আত্মীয়দের প্রতি তৈরি করে সহানুভূতি। সর্বোপরি মানুষের অন্তরে দয়া-মমতার বার্তা নিয়ে আসে দিনটি। একে অপরের সঙ্গে হাত কিংবা বুক মেলায়। এক কাতারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় মগ্ন হয়। সামাজিক এই বন্ধন সুদৃঢ় করাই ঈদের মূলবার্তা। ঈদের অন্যতম সামাজিক উদ্দেশ্য হলো, সমাজের অসহায়-নিঃস্ব মানুষকে সহযোগিতা করা। প্রতিটি ঘরে আনন্দ ও খুশিকে ছড়িয়ে দেওয়া। গরীব-দুঃখী আত্মীয় ও প্রতিবেশিদের আনন্দের শরীক হতে সাহায্য করা। বাস্তবে এই উদ্দেশ্য সাধন কতটা বাস্তবায়িত হয় তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও অনেক বিত্তবান ও চিত্তবান ব্যক্তি গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করেন ও তাদের মুখে একটু সময়ের জন্য হলেও হাসি ফুটানোর চেষ্টা করেন।

ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় দপ্তর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ঈদ উপলক্ষে বাণীতে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, সহভাগিতা শুধু বস্তুগত জিনিষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বোপরি, সহভাগিতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে একে অন্যের আনন্দ-বেদনা যা প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই একটি অংশ। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাণীতে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের প্রতি আহ্বান রাখেন, আসুন যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দেই, আর শান্তির প্রদীপ জ্বালাই। কেননা কোন যুদ্ধই পবিত্র নয়, একমাত্র শান্তিই পবিত্র, শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারীরা তাই তাদের ধর্মীয় আনন্দ উৎসবের সাথে সাথে জগতে শান্তি স্থাপন করেও আনন্দ আনয়ন করতে পারে।

এ বছর ১৪ এপ্রিল বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ শুধুমাত্র আনন্দ-উচ্ছাসে নয়, কিন্তু সকলের মঙ্গল কামনায় পালিত হোক। কেননা বাঙালির জীবনে বৈশাখ একটি অনন্য বার্তা নিয়ে আসে। বিগত জীবনের দীনতা, হীনতা ও জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে নতুন করে উদ্যমী হওয়ার আহ্বান জানায় বৈশাখ। দুঃখ-কষ্ট, বেদনাকে মুছে ফেলে নতুন করে বাঁচার নির্দেশনা দেয়। অনেক দুঃখ-দুর্দশা, ঝড়-ঝঞ্জা, বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলেছি ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে। চ্যালেঞ্জে কিংবা প্রতিকূলতায় পড়ে ভয়ে জবুথবু হয়ে বসে না থেকে সকলের প্রয়োজনে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়ে পুনরুত্থানের শিক্ষা বাস্তবায়িত করতে পারি। পুনরুত্থিত যিশু আমাদের সকলের প্রতি যে করুণা করছেন তা নিজ জীবনে উপলব্ধি করে অন্যের প্রতি দয়াময় হয়ে ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। যাতে করে ঐশকরুণা প্রবাহমান থাকে।

ধর্মীয় উৎসব কিংবা অন্য যে কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক উৎসবের মূলে রয়েছে কল্যাণ কামনা এবং শুভবোধ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা উচ্চারণ করি শুভ, সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের মন্ত্র। সেই মন্ত্রের বলে আমরা যেন অশুভ শক্তি বিনাশের মাধ্যমে সবার হৃদয়ে মানবধর্ম এবং মানবিক মূল্যবোধের উদ্বোধন ঘটাতে পারি, আজকের দিনে আমাদের সেটাই হোক প্রার্থনা। সকলকে ঈদ মোবারক॥

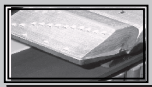

যীশু তাঁদের বললেন, 'আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারা সুখী।' - যোহন: ২০:২৯

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

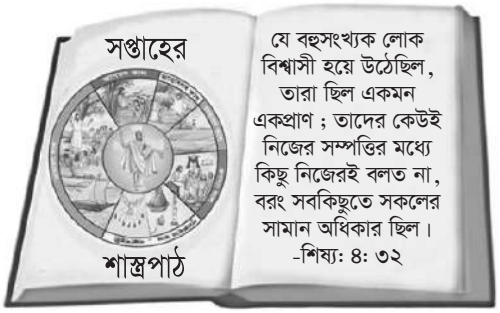

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৭ - ১৩ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৭ এপ্রিল, রবিবার

শিষ্য ৪: ৩২-৩৫, সাম ১১৮: ১-২, ৪, ১৬-১৮, ২২-২৪, ১ যো ৫: ১-৬, যোহন ২০: ১৯-৩১

৮ এপ্রিল, সোমবার

প্রভুর আগমন সংবাদ (দূত-সংবাদ), *মহাপর্ব*

ইসা ৭: ১০-১৪; ৮: ১০, সাম ৪০: ৭-১১, হিব্রু ১০:৪-১০, লুক ১: ২৬-৩৮

৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার

শিষ্য ৪: ৩২-৩৭, সাম ৯৩: ১, ২, ৫, যোহন ৩: ৭খ-১৫

১০ এপ্রিল, বুধবার

শিষ্য ৫: ১৭-২৬, সাম ৩৪: ১-৮, যোহন ৩: ১৬-২১

১১ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

সাধু স্টেনিসলাস, বিশপ, সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*

শিষ্য ৫: ২৭-৩৩, সাম ৩৪: ১, ৮, ১৫, ১৭-১৯, যোহন ৩: ৩১-৩৬

১২ এপ্রিল, শুক্রবার

শিষ্য ৫: ৩৪-৪২, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, যোহন ৬:১-১৫

১৩ এপ্রিল, শনিবার

সাধু প্রথম মার্টিন, পোপ ও সাক্ষ্যমর

শিষ্য ৬: ১-৭, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১৮-১৯, যোহন ৬: ১৬-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৮ এপ্রিল, সোমবার

+ ২০১০ সিস্টার আন্না উর্বিনাতি এমপিডিএ (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফাদার সালভাতোরে দি সেরিও পিমে

৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার

+ ২০০২ ব্রাদার হোবার্ট পিপের সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৬ ব্রাদার এত্তোরে কাসেরিনি পিমে
+ ২০২০ সিস্টার আনচিল্লা বর্দন এসসি (খুলনা)

১১ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৩৭ বিশপ যোসেফ এ. লেগ্রান্ড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ক্যাথেরিন আরএনডিএম

১২ এপ্রিল, শুক্রবার

+ ১৯২২ সিস্টার এম. মার্ক আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫১ বিশপ আলফ্রেড লাপেয়ার সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৯ ফাদার জর্জ পেল্লেগ্রিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২৩ সিস্টার মেরী বিভা এসএমআরএ (ঢাকা)

তৃতীয় খন্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

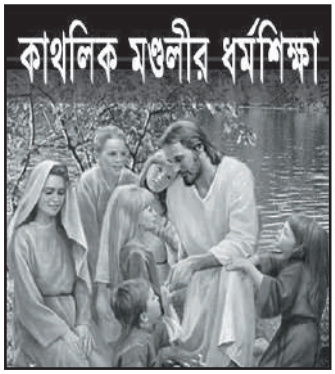

১৬৯৯: পবিত্র আত্মায় জীবন মানুষের আহ্বান পূর্ণ করে (প্রথম অধ্যায়)। ঐশপ্রেম ও মানবীয় সংহতি দ্বারা এই জীবন গঠিত (দ্বিতীয় অধ্যায়)। এই জীবন পরিত্রাণের উদ্দেশে উদারভাবে প্রদত্ত (তৃতীয় অধ্যায়)।

প্রথম অধ্যায়

মানব ব্যক্তির মর্যাদা

১৭০০: ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষের সৃষ্টি হল মানবব্যক্তির মর্যাদার ভিত্তি(ধারা-১)। স্বর্গসুখ লাভের আহ্বানে তা পূর্ণতা লাভ করে (ধারা-২)। এই পূর্ণতার দিকে নিজেকে স্বেচ্ছায় চালিত করা মানবব্যক্তির জন্য অপরিহার্য (ধারা-৩)। তার স্বাধীন ক্রিয়াসমূহ দ্বারা (ধারা-৪) মানবব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত এবং নৈতিক বিবেক কর্তৃক প্রত্যায়িত মঙ্গলের অনুসরণ করতে পারে, আবার না-ও করতে পারে (ধারা-৫)। আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিতে সকল মানুষ তাদের নিজ নিজ অবদান রাখে; তারা তাদের সচেতন ও আধ্যাত্মিক গোটা জীবনকে এই বৃদ্ধির উপায়রূপে অবলম্বন করে (ধারা-৬)। ঐশ-অনুগ্রহের সহায়তায় তারা পুণ্যগুণে বৃদ্ধিলাভ করে (ধারা-৭), পাপ পরিহার করতে; আর যদি তারা পাপ করেই বসে, তবে হারানো ছেলের মত তারা নিজেকে স্বর্গীয় পিতার দয়ার উপর ন্যস্ত করে (ধারা-৮)। এভাবেই তারা ভালবাসার পূর্ণতা লাভ করে ।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। মে মাস মা-মারীয়ার মাস। তাই মে মাসের জন্য মা-মারীয়ার বিষয়ে লেখা এবং একই সাথে মা দিবস উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫, **E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলিম ভাই-বোনসহ সকলকে পবিত্র ঈদুল-ফিতর এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। ঈদের ছুটির কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র (১৪ - ২০ এপ্রিল) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। **- সম্পাদক**

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

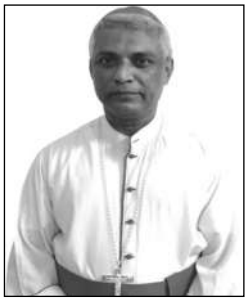

২২ এপ্রিল, ২০১৬ সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"-এর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। *- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি

"তোমাদের শান্তি হোক"

পুনরুত্থান কালের তৃতীয় রবিবার

১ম পাঠ : শিষ্যচরিত ৩:১৩-১৫ ,১৭-১৯
২য় পাঠ : ১ম যোহন ২:১-৫ক
মঙ্গলসমাচার : লুক ২৪:৩৫-৪৮

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশু পুনরুত্থানের পর বার বার তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়ে বলেছেন, তোমাদের শান্তি হোক। কারণ শিষ্যেরা তাঁদের প্রভু ও গুরু যিশুকে হারিয়ে আশাহত, নিঃস্ব, বিষন্ন ও শোকার্ত। এমন অবস্থায় যিশু তাদের বার বার দেখা দিয়ে তাদের আশ্বস্ত করতে চান যে যিশু তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাননি। তাই এম্মাউসের পথে যিশু দু'জন শিষ্যকে দেখা দিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গী হয়েছেন। সেই শিষ্যেরা জেরুসালেমে ফিরে এসে অন্যান্য শিষ্যদের সাথে যিশুকে দেখার অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ যিশু ভিতরে এলেন এবং তাদের বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" যিশুর এই শান্তিলাভের জন্য ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখা এবং তাঁকে বিশ্বাস করা প্রয়োজন। কারণ জগৎ যেভাবে শান্তি দেয়, যিশু সেই ভাবে শান্তি দেন না। যিশুর শান্তি লাভের জন্য হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত রাখতে হয়, তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়।

শান্তিদাতা যিশু: যিশু শান্তিদাতা এবং তিনি যে শান্তি দান করেন তা সার্বজনীন ও সবর্ত্রই বিরাজমান। আমরা যতই দরজা বন্ধ করে রাখি না কেন শান্তিদাতা যিশু তাঁর শান্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হবেনই। বাইবেলে দেখতে পাই যে, যিশুর শিষ্যেরা যিশুর মৃত্যুর পর শত্রুদের ভয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করেছিলেন। তাদের হৃদয়ের দরজাও বন্ধ ছিল। কিন্তু যিশু দরজা খুলে ভেতরে এলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক (*লুক ২৪:৩৬*)।" পুনরুত্থানের উপহার হিসেবে আমরা যিশুর কাছ থেকে শান্তি পেলাম। কত লোক শান্তি যাচ্না করেও শান্তি পায় না। আর আমরা না চেয়েও শান্তি পেয়ে গেছি। শান্তিরাজ যিশু পুনরুত্থানের পর থেকেই "তোমাদের শান্তি হোক" বলে প্রচার করেছেন এবং বারে বারে শিষ্যদের শান্তির বার্তা শুনিয়েছেন।

যিশুর দেওয়া সেই শান্তি অন্তরে লাভের জন্য আমাদের কয়েকটি বিষয় মেনে চলতে হবে।

প্রথমত, ক্ষমা : ঈশ্বর ও মানুষের কাছ থেকে যদি আমরা ক্ষমা লাভ করি তবে শান্তি পাব। আর ক্ষমা লাভের জন্য আমাদের মন পরিবর্তন করা দরকার। আজ মঙ্গলসমাচারে যিশু বলছেন, পাপের ক্ষমা লাভের জন্য মন ফেরানো দরকার। যিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গুণে আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করেছেন। তাঁর পুণ্য রক্তে আমাদের ধৌত করেছেন। আবার যিশুর পুনরুত্থানের পর আমরা পাপ ক্ষমা করার অধিকার লাভ করেছি। তিনি শিষ্যদের বলেছেন, "তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তবে তা ক্ষমা করাই হবে; যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর, তা ক্ষমা না করাই হবে *(যোহন ২০:২৩)*।" পাপ ক্ষমা করা আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যিশু আমাদের কত বড় অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছেন। এ জন্য আনন্দ করা উচিৎ। পুনরুত্থান সেই আনন্দে আমাদেরকে গভীরে নিয়ে যায়। সে জন্য শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরকে ক্ষমা করে আলিঙ্গন করি এবং হৃদয়ে স্থান দেই।

দ্বিতীয়ত, পরস্পরকে চিনতে পারা: পুনরুত্থানের পর যিশুকে তাঁর শিষ্যেরা চিনতে পারেনি। কারণ তাদের মধ্যে ছিল অবিশ্বাস, সন্দেহ, বদ্ধমূল ধারণা এবং ভয় ভীতি। এসব অন্তরে থাকলে কাউকে চিনতে আমরা ভুল করি কিংবা চিনতে পারি না। কাউকে চিনতে হলে আমাদের মনের বদ্ধমূল ধারণা দূর করতে হবে। অবিশ্বাস ও সন্দেহ অশান্তির বড় কারণ। তাই অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করতে হবে। বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালে আমরা যিশুকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাব এবং যিশুকে চিনতে পারব। আমরা যদি বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাই তবে ক্রুশ, দ্রাক্ষারস-রুটি, পাস্কা মোমবাতি এবং পবিত্র জল এগুলোর মধ্যে যিশুর উপস্থিতি দেখতে পাব।

তৃতীয়ত একত্রে থাকা: যিশুর মৃত্যুর পর শিষ্যেরা একত্রে বসবাস করতে লাগলেন। শিষ্যেরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তা পরস্পরের মাঝে সহভাগিতা করতেন। প্রভু যিশুর শিক্ষা মেনে চলতেন তারা। দু'জন শিষ্য এম্মাউস থেকে ফিরে এসে দেখলেন যে অন্যান্য শিষ্যেরা একত্রেই আছেন। তখন সেই দু'জন শিষ্য অন্যান্য শিষ্যদের কাছে যিশুকে দেখার অভিজ্ঞতা বলছিলেন। এমন সময় যিশু দেখা দিলেন। ঠিক তেমনি আমরাও যখন শিষ্যদের মত একত্রে বসবাস করি, একত্রে জীবন যাপন করি তখন যিশু এসে উপস্থিত হন। একত্রে জীবন যাপন করা ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করা খুবই আনন্দের। তাই শিষ্যেরা দিশেহারা হননি। প্রভুকে হারিয়েও হতাশাগ্রস্ত হননি। সে জন্য একতাবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করা খুবই প্রয়োজন। পুরুত্থান উৎসব সংঘবদ্ধ জীবন-যাপনে আমন্ত্রণ জানায়। আমরা যেন মিলে মিশে বাস করি, মারীয়া মাগদালেনার মত আনন্দবার্তা নিয়ে অন্যের কাছে ছুটে যাই।

বর্তমান বিশ্বে শান্তির বড়ই অভাব। যিশুর জন্মস্থান ইস্রায়েল ও ফিলিস্তিন যুদ্ধ, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। আসুন আমরা সারা বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। আমাদের পরিবারের শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। জগতে শান্তি বিরাজ করুক॥

স্বল্প ভাষী উৎপল

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

স্মরণ সভায় সাধারণত মাছ ভাত খাওয়ানো হয়। খাবার খেয়ে আমরা সবায় যে যার মতো বাসায় ফিরে যাই।

তবে স্মরণ সভায় একটি চমৎকার ঘটনা ঘটে। আমি ইচ্ছে করেই নির্ঝর আর সুরভী বৌদির বসার চেয়ার পাশাপাশি রাখি। যখন মৌমিতা বৌদি উৎপলকে নিয়ে স্বামীর বিষয়ে সব ইতিবাচক কথা বলছিলেন তখন নির্ঝর আর সুরভী বৌদির চোখে অশ্রু দেখতে পাই। তারা একজন আরেকজনের হাত স্পর্শ করে। শেষে শিয়ানা নির্ঝর সুরভী বৌদির হাতকে নিজের মুঠোয় আটকে ফেলে ধরে রাখে অনেকক্ষণ। সুরভীবৌদিও তাতে সম্মতি দেয়। বুঝতে পারি বরফ গলতে শুরু করেছে।

ওদিন ওরা দুইজন এক সাথে তাদের টোনাটুনির বাসায় ফিরে ছিল। রাত এগারোটায় যখন ফিরছিল তখন প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বৃষ্টি ছিল সারা রাত।

স্বল্পভাষী উৎপল মারা গেছে এক বছর হয়ে গেছে। নির্ঝর-সুরভী দম্পতি এখনো এক ছাদের নিচে বসবাস করছে। উৎপলের স্মৃতিচারণ সভার স্মৃতিচারণটুকু পাল্টে দিয়েছে প্রায় বিবাহ বিচ্ছেদ হতে যাওয়া নির্ঝর-সুরভীর দাম্পত্য জীবন। এখন ওদেরকে দেখেতে মনে হয় ওরা কত সুখি! কঠিন ঝড়-বৃষ্টির পর যেমন আকাশ আলো দেয়, মান অভিমানের পরই নিঝর-সুরভীর জীবনে এসেছে সুখের হাওয়া।

ওপারে ভালো থাকিস উৎপল! তোর আদর্শের কারণেই একটি সংসার ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে টিকে গেলরে॥

পবিত্র রমজান এবং ঈদুল ফিতর ২০২৪ উপলক্ষে ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক দপ্তর হতে শুভেচ্ছা বাণী

খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ: আসুন যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দেই, আর শান্তির প্রদীপ জ্বালাই

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এবং একাত্মতা ও বন্ধুত্বের বাণী দিয়ে আমরা আপনাদের আরো একটিবার শুভেচ্ছা জানাতে চাই; আপনাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা ও আপনাদের পরিবার ও সমাজ জীবনের জন্য এই মাসটির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা বেশ সচেতন। আপনাদের এই সমাজ জীবন খ্রিস্টীয়ান বন্ধুবান্ধবদেরও অন্তর্ভুক্ত করে।

আমরা জেনে আনন্দিত যে পবিত্র রমজান মাস ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমাদের এই শুভেচ্ছা-বাণী খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক, তা আরো বলবান করার একটি উত্তম মাধ্যম বা উপায়, গতানুগতিক ও অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রচারণার জন্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে জানাই ধন্যবাদ। এজন্যেই উভয় ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই এই বাণীটি জানিয়ে দেওয়া অতীব কল্যাণকর।

আমরা যে মূলসুরটি নিয়েছি সেটার পরিবর্তে ভিন্নতর একটি মূলভাব নিয়ে আপনাদের সাথে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা সহভাগিতা করতে পারতাম। তথাপি এই মূলসুরটি বেছে নিলাম কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, অপকর্ম সাধনকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক এবং অসামরিক ব্যক্তিসমূহ দ্বন্দ্ব-বিরোধে এতই জড়িয়ে পড়ছে যে, সামরিক মহড়া থেকে শুরু করে অস্ত্রের সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে উঠছে যা বাস্তবেই আশংকাজনক। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে, এই শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহের ক্রমবৃদ্ধি আসলে "খণ্ড খণ্ড তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ" একটি "পুরোপুরি বিশ্ববিবাদে" পরিণত হয়েছে।

এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের অনেকগুলো কারণ রয়েছে, কতকগুলো দীর্ঘকালস্থায়ী আবার কতগুলো সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট। মানুষের মনোবাসনার কতিপয় চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অন্যের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা খাটানো, ভূরাজনৈতিক উচ্চাভিলাস এবং অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার পাশাপাশি অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অনবরত অস্ত্র তৈরী ও অস্ত্র ব্যবসা। একদিকে মানব পরিবারগুলো যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক অস্ত্রগুলোর ব্যবহারের ফলে ভয়াবহ ও দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করছে, অন্যেরা আবার প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে আনন্দ ও তাচ্ছিল্যের সহিত অনৈতিক ব্যবসা-বানিজ্য চালিয়েই যাচ্ছে। এই বাস্তবতাকে পোপ ফ্রান্সিস আমাদের ভাইয়ের রক্তে একখণ্ড রুটি ডুবানোর সাথে বর্ণনা করছেন।

একই সময়ে আমরা একথা ভেবে কৃতজ্ঞ যে, শান্তির অগ্রগতির জন্য আমাদের রয়েছে বিশাল মানবীয় ও ধর্মীয় সম্পদ-ভাণ্ডার। সদিচ্ছাপূর্ণ সকল মানুষের অন্তরে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রত্যাশা গভীর ভাবেই শিকড় গেড়ে আছে, কারণ মারাত্মক যুদ্ধের ফলে মানুষের জীবন ধ্বংস, গুরুতর ক্ষত বহন করে চলা এবং এতিম ও বিধবার সংখ্যার ভীড় জমানো এখন কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। অবকাঠামো এবং সহায় সম্পত্তির ধ্বংস যজ্ঞের ফলে এখন জীবন-যাপন করা একেবারে অসম্ভব না হলেও অর্থহীন এবং কঠিন করে তুলছে। হয়তো নিজের দেশের মধ্যেই শতাধিক সহস্রাধিক মানুষকে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হচ্ছে নতুবা তাদেরকে বাধ্য হয়েই অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে শরণার্থী হতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে যুদ্ধকে এখন সুস্পষ্টভাবেই অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে তা পরিত্যাগ করতে হবে: প্রতিটি যুদ্ধই ভ্রাতৃহত্যাকারী, অনর্থক, অর্থহীন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। যুদ্ধে প্রত্যেকেই হয় পরাজিত। পুনরায় পোপ ফ্রান্সিসের ভাষায়ঃ "কোন যুদ্ধই পবিত্র নয়, একমাত্র শান্তিই হল পবিত্র।"

সকল ধর্মই, তাদের নিজস্ব পন্থায়, মানব জীবনকে পবিত্র বলে গণ্য করে এবং সেই জন্যেই মানব জীবন শ্রদ্ধা ও সুরক্ষার যোগ্য। যেসকল রাষ্ট্র সর্বচ্চ শান্তির অনুমোদন দেয় এবং তা অনুশীলন করে, সৌভাগ্যবশত, সেসকল দেশের সংখ্যা প্রতি বছরই কমে আসছে। মানবজীবন নামক উপহারের মধ্যে যে মৌলিক মর্যাদা রয়েছে তাকে সম্মান করার চেতনা মানুষের মধ্যে নতুন করে জাগরিত হলে একধরণের প্রত্যয় আসবে যে যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান এবং শান্তিকে লালন-পালন করতেই হবে।

বিবেকের অস্তিত্ব এবং এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে যদিও প্রতিটি ধর্মে ভিন্ন মত রয়েছে। তথাপি সকলেই তা স্বীকার করে। প্রতিটি মানব জীবনের মূল্য দিতে এবং তার দৈহিক পূর্ণতা দানে, নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণে এবং মর্যাদা দানের বিষয়ে যথাযথভাবে বিবেকের গঠন হলে তা যুদ্ধকে, যে কোন যুদ্ধকে এবং সকল যুদ্ধকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

আমরা সেই সর্বশক্তিমানের দিকে তাকাই যিনি শান্তির ঈশ্বর, যিনি শান্তির উৎস, যিনি শান্তির সেবাকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। অনেক বিষয়ের মতোই শান্তি হলো একটি স্বর্গীয় উপহার কিন্তু একই সময়ে শান্তি স্থাপন এবং সুরক্ষার শর্তগুলো পূরণের ক্ষেত্রে মানুষের প্রচেষ্টার একটি ফল।

বিশ্বাসী হিসাবে আমরাও প্রত্যাশার সাক্ষী, রমজান উপলক্ষে ২০২১ খ্রিস্টবর্ষের শুভেচ্ছাবাণী স্মরণ করতে পারি: "খ্রিস্টান এবং মুসলমান আশার সাক্ষী। "একটি মোমবাতি হতে পারে একটি আশার প্রতীক, যার আলো নিরাপত্তা ও আনন্দ বিকিরণ করে, পক্ষান্তরে আগুন, যা নিয়ন্ত্রণহীন, প্রাণীকুল, উদ্ভিদ জগত, অবকাঠামো এবং মানব জীবনকে ধ্বংস করে।

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা বিদ্বেষ, সহিংসতা ও যুদ্ধের আগুন নিভাতে একত্রিত হই এবং শান্তির মনোরম মোমবাতিটি জ্বালিয়ে দেই, আমাদের বর্তমান মানবীয় এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পদকে শান্তির লক্ষ্যে তুলে আনি।

রমজান মাসে আপনাদের রোজা ও অন্যান্য পবিত্র অনুশীলন এবং রমজানের শেষে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন আপনাদের জীবনে শান্তি, আশা ও আনন্দের সুপ্রচুর ফলাফল বয়ে আনুক।

ভাতিকান থেকে, ১১ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ তারিখে প্রদত্ত

মিগুয়েল এঞ্জেল কার্ডিনাল আ্ইযুসো গুইক্কোট
এমসিসিজে প্রধান কর্মাধক্ষ্য

মন্সিনিয়র ইন্দুনিল কদিথুওয়াক্কু জানাকারাৎনে কানকানামালাগে
মহাসচিব

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা বাণী
বিশ্বাসের অনুশাসনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

প্রিয় মুসলমান ভাই-বোনেরা,

প্রতিটি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক বিশপগণের খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন পবিত্র রমজান ও পবিত্র ঈদুল ফিতর মহোৎসব উপলক্ষে আপনাদেরকে প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমাদের এই শুভেচ্ছা-বাণী আমাদের ও আপনাদের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো অধিক নিবিড় করে তোলে।

এবারের শুভেচ্ছাবাণীতে যে বিষয়টি আমরা প্রকাশ করতে চাই তা হল: **বিশ্বাসের অনুশাসনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান**। বাংলাদেশ বহু ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দেশ। আর যুগ যুগ ধরেই বাংলাদেশের মানুষ আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করে আসছে। প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে ধর্মীয় মহোৎসব ধর্মীয় বিশ্বাস-অনুশীলনকে ঘিরে। মুসলমান ভাই-বোনদের পবিত্র রমজান মাসে রোজাসহ বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধনার পর শান্তি-সম্প্রীতি ও মিলনের ঈদ মহোৎসব হল একটি কেন্দ্রিয় ধর্মীয় মহোৎসব। এই মহোৎসবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনসহ আরো অনেকভাবেই অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষ মুসলমান ভাই-বোনদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

বর্তমান পৃথিবীতে গোটা মানব পরিবারে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আগের চাইতে আরো অধিক জরুরী হয়ে পড়েছে। পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর *ফ্রাতেল্লী তুত্তি* (ভাইবোন সকলে) সার্বজনীন পত্রে সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব শান্তির উপর খুবই জোর দিয়েছেন। তিনি শান্তি ও সম্প্রীতি বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে আবশ্যিক বলে গণ্য করেছেন। কাথলিক পোপগণই এর বাস্তব উদাহরণ রেখেছেন: ১৯৮৬ খ্রিস্টবর্ষে পোপ সাধু ২য় জন পল ইতালীর আসিসি শহরে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবর্গদের নিয়ে একত্রে প্রার্থনা করেছিলেন। একই মূল্যবোধে ২০১৭ খ্রিস্টবর্ষে বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশ সফরকালে ঢাকার রমনা গির্জার মাঠে বিভিন্ন ধর্মের ও চার্চের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন; রোহিঙ্গাদের কয়েকজনের সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন।

প্রত্যেক ধর্মই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলে; প্রত্যক ধর্মের মধ্যেই শান্তি ও সম্প্রীতির অনুশাসন রয়েছে। প্রত্যক ধর্মের ধর্মীয় উৎসবই শান্তির আমেজে উদ্‌যাপিত হয়। মাসব্যাপী রোজা এবং অন্যান্য সিয়াম সাধনা আত্মশুদ্ধি ও সৃষ্টিকর্তার তৌফিক লাভের একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম। মাসব্যাপী এই সাধনার পর আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ অর্থই আনন্দ; ফিত্‌র অথই ফিতরা প্রদান; অভাবীর প্রতি দৃষ্টিদান। এই মনোবৃত্তি নিয়েই ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের নামাজ এবং শান্তি ও সম্প্রীতির আলিঙ্গন; এরপর প্রেমভোজ এবং অন্যান্য বিনোদন। এই আলিঙ্গন, প্রেমভোজ, চিত্তবিনোদনে আন্তঃধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস একক হতে পারে; উৎসব উদ্‌যাপনে কিন্তু হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান একাত্ম হয়ে যায়।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আসুন এবারের ঈদে হোক আমাদের প্রার্থনা: সমগ্র বিশ্বের হিংসা-বিদ্বেষের আগুন প্রশমিত হয়ে প্রজ্জলিত হোক শান্তি-সম্প্রীতির প্রদীপ।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতীয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন এবং সার্বিকভাবে গোটা খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এই ঈদে আপনাদের সবাইকে সৃষ্টিকর্তা হাজারো তৌফিক দান করুন।

ঈদ মোবারক!! ঈদ মোবারক!! ঈদ মোবারক!!

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
সিবিসিবি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
সেক্রেটারী
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
সিবিসিবি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট-জয়ন্তীর পুণ্যবর্ষ প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পালকীয় পত্র

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই-বোনেরা,

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস গত ২১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার দিন দূতসংবাদ প্রার্থনার পূর্বে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট-জয়ন্তী বা জুবিলী পালনের প্রস্তুতির জন্য প্রার্থনা বর্ষের ঘোষণা দেন। এই বিষয়ে ভাটিকানের মঙ্গলবাণী নব-ঘোষণা দপ্তরের প্রধান আর্চবিশপ রিনো ফিসিকেল্লার কাছে এক চিঠিতে পোপ ফ্রান্সিস লিখেছেন "মণ্ডলীর জীবনে জুবিলী সব সময়ই এক বিশাল আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক ও সামাজিক অর্থ বয়ে নিয়ে আসে।" তিনি আমাদের স্মরণ ক'রে দেন যে, ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৮ম বনিফাস-এর সময় প্রথম এই খ্রিস্ট-জয়ন্তী পালন করা হয়েছিল, আর ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি ২৫ বছর পর পর এই জুবিলী পালিত হয়ে আসছে। জুবিলী বছর হলো পুণ্যবর্ষ কারণ "ঈশ্বরের পবিত্র ও বিশ্বস্ত জাতির মানুষ এই জুবিলী উৎসবের সময় ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভের অভিজ্ঞতা করেছে- তারা পাপের ক্ষমা ও দণ্ডমোচন লাভের সুযোগ পেয়েছে- এভাবে তারা ঈশ্বরের ভালোবাসা ও দয়ালাভের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।"

জুবিলী সম্পর্কে লেবীয় পুস্তকে লেখা আছে, "সাত বছরের সাতটি চক্র ঊনপঞ্চাশ বছর হবে। তখন সপ্তম মাসের দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনি তুরি বাজাবে, প্রায়শ্চিত্ত-দিবসে তোমাদের সমস্ত দেশে তুরি বাজাবে। তোমরা পঞ্চাশত্তম বছরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করবে এবং সারা দেশজুড়ে দেশের সমস্ত অধিবাসীর জন্য মুক্তি ঘোষণা করবে; তোমাদের পক্ষে সে বছর জুবিলী বলে গণ্য হবে; তোমরা যে যার অধিকারে ফিরে যাবে ও প্রত্যেকে যে যার গোত্রের কাছে ফিরে যাবে। তোমাদের জন্য পঞ্চাশত্তম বছর জুবিলী হবে: তোমরা বীজ বুনবে না, স্বতউৎপন্ন ফসল কাটবে না, ছেঁটে না দেওয়া আঙ্গুরলতার ফল সংগ্রহ করবে না; কেননা এই জুবিলী, এ তোমাদের পক্ষে পবিত্র হবে; তোমরা জমিতে উৎপন্ন সমস্ত কিছু খেতে পারবে। সেই জুবিলী-বর্ষে তোমরা প্রত্যেকে যে যার অধিকারে ফিরে যাবে" (*লেবীয় ২৫: ৮-১৩*)। কিন্তু কাথলিক মণ্ডলী তার ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে প্রতি ২৫ বছর অন্তর খ্রিস্ট-জুবিলী পালন করে আসছে।

এরপর পোপ ফ্রান্সিস বিগত ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মহা জুবিলী পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এর মধ্যদিয়ে "মণ্ডলী ইতিহাসের তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যে প্রবেশ করেছে।" তিনি আরও বলেছেন, সাধু পোপ ২য় জনপল "গভীর আগ্রহ নিয়ে এ জুবিলীর জন্য অপেক্ষা করেছেন কারণ তিনি আশা করেছিলেন যে, জগতের সব প্রান্তের খ্রিস্টভক্তগণ তাদের সর্ব প্রকার ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও বিভেদ পিছনে ফেলে খ্রিস্ট জন্মের ২০০০তম জন্মদিন পালন করতে পারবে।" এখন আমরা নতুন শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছি। এ সময় খ্রিস্টমণ্ডলী আহ্বান জানাচ্ছে যেনো আমরা একটি প্রস্তুতির আবহে প্রবেশ করি- যেনো এ সময়ে খ্রিস্টভক্ত হিসেবে জুবিলী-পুণ্যবর্ষের সর্বপ্রকার পালকীয় ও আধ্যাত্মিক ফলাফল উপলব্ধি করতে পারে।

বিগত ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস নামক মহামারি গোটা পৃথিবীর মানুষকেই তাড়িত ও শংকিত করেছে; এর আঘাতে অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। এখনও তার রেশ কাটেনি বরং নতুন নতুন মহামারির আশংকা দেখা যাচ্ছে। এ সময় পোপ ফ্রান্সিস জুবিলী বর্ষের জন্য মূলভাব বেছে নিয়েছেন "আশার তীর্থযাত্রী" হিসেবে। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, "আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যেনো আমরা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ ফিরিয়ে আনতে পারি আর যেনো আমরা সর্বগ্রাসী দারিদ্রতা থেকে আমাদের চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে না রাখি বা তা দেখা থেকে আমাদের চোখ বন্ধ করে না রাখি। কারণ এই দারিদ্রতা লক্ষ্য কোটি নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক-যুবতীকে অবিরাম মানব মর্যাদা অনুসারে জীবন-যাপন করা থেকে বঞ্চিত ক'রে যাচ্ছে।" এ প্রসঙ্গে পোপ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন সে সব অসহায় মানুষদের কথা, যারা বিভিন্ন নির্যাতনমূলক ও প্রতিকূল অবস্থার কারণে নিজ দেশ ও জন্ম-ভিটা ছেড়ে অন্যত্র অভিবাসী হচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন যেনো জুবিলীর এই প্রস্তুতিকালে আমরা দরিদ্রদের কণ্ঠস্বর শোনার চেষ্টা করি- এভাবে আমরা পৃথিবীর সব সম্পদ ও ফল ভোগ করার জন্য দরিদ্র ও অসহায়দের সুযোগ ক'রে দিতে পারি।

গত বছর রোমে অনুষ্ঠিত বিশপগণের সিনড সভার সমাপ্তি খ্রিস্টযাগের উপদেশে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "পরিশেষে আমাদের ভাবতে হবে কোথা থেকে সবকিছু শুরু ও নবায়িত হয়- তা হলো ভালোবাসা : ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা ও প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসা (*মথি ১৯:১৯*)। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা ও সব নৈতিকতার উৎস। আমরা কীভাবে এসব ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি? আমি মনে করি- আমরা তা করতে পারি 'আরাধনা করে' ও 'সেবা করে'। মণ্ডলীতে সংস্কার সাধন করার জন্য শুধু ধারণা থাকা যথেষ্ট নয়; আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মণ্ডলীর আসল রূপান্তর ও নবায়ন আসবে ঈশ্বরের প্রতি ও প্রতিবেশিদের প্রতি আমাদের সত্যিকারের ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে। সেটিই হবে মণ্ডলীর প্রকৃত ও স্থায়ী সংস্কার সাধন। খ্রিস্টমণ্ডলী হিসেবে আমরা ঈশ্বরের আরাধনায় প্রণত হ'য়ে ও আহত-ভঙ্গুর মানবতার সেবা ক'রে এবং দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সত্য বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারি এবং হয়ে ওঠতে পারি যিশুর প্রকৃত শিষ্য।

পোপ ফ্রান্সিস আমাদের জুবিলীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কথাও স্মরণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, জুবিলী বা জয়ন্তী- আমাদের "মন পরিবর্তন" এবং সমাজের মধ্যে সবার সঙ্গে "মিলন" গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। আমাদের মনের পরিবর্তন না হলে আমরা আমাদের প্রতিবেশি ভাই-বোনদের অন্তর্ভূক্তিমূলকভাবে ও নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারি না; আর তা না হলে কোনো সমাজেই শান্তি ও ন্যায্যতাপূর্ণ "মিলন" গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ঈশ্বর চান যেনো আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে পথ চলি- এটাই সিনোডাল পথ। এই সিনোডাল পথে চলতে গেলে আমরা কাউকেই বাদ দিতে বা পিছনে ফেলে রাখতে পারি না। শুধু তা-ই নয়, সব মানব-ব্যক্তিকে ভালোবাসার পাশাপাশি ঈশ্বরের গোটা সৃষ্টিকেও ভালোবাসতে ও যত্ন করতে হবে। এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ড, প্রকৃতি-পরিবেশ ও এর মধ্যে গাছপালা ও প্রাণীকূল ঈশ্বর মানুষের জন্যই দিয়েছেন। আমাদের সবার "বসত-বাটি" বা আবাস-ভূমি এ পৃথিবীর সব সম্পদ উপভোগ করার পাশাপাশি এগুলোর যত্ন ও বৃদ্ধি

করার দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হবে, যেনো আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী একটি পৃথিবীর অধিকারী হতে পারে। এ দায়িত্ব ঈশ্বর নিজেই আমাদের দিয়েছেন। আনন্দের বিষয় হলো, দিনে দিনে অধিক সংখ্যক মানুষ বুঝতে পারছে যে, ঈশ্বরের সব সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারি।

আগামী বছর যথাযোগ্যভাবে খ্রিস্ট-জুবিলী পালন করার জন্য আমরা এ বছরটি প্রার্থনাবর্ষ হিসেবে পালন করছি। প্রার্থনা হলো এমনভাবে জেগে থাকা- যা হবে 'আশায় জেগে থাকা' যেনো গৃহস্বামী আমাদের প্রভু যখন আসবেন তখন যেনো তিনি আমাদের জাগ্রত দেখতে পান (*লুক ১২:৩৭*)। যিশু নিজেই আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেছেন "জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে না পড়" (*লুক ২২:৪৬*)। প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের কাছে বা সান্নিধ্যে আসি ও তাঁর সঙ্গ উপভোগ করি; আমারা প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করি, তাঁকে আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি আর তিনি আমাদের যে কথা বলেন তা মন দিয়ে শুনি। আমরা যদি মন দিয়ে প্রার্থনা করি তাহ'লে ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন আমাদের সম্পর্ক সুন্দর হয় তেমনি আমাদের প্রতিবেশিদের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক ভাল থাকে। বাইবেলে" অনেকবার প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে: মোশী ও মিরিয়াম বিজয় গানে প্রার্থনা করেছেন (*যাত্রা ১৫:১-২১*), হান্না প্রশংসামূলক প্রার্থনা করেছেন (*১ সামুয়েল ২:১-১০*), সামসঙ্গীতে আশাফের নিরাশার প্রার্থনা (*সাম ৭৭*), রাজা দাউদের অনুতাপের প্রার্থনা (*সাম ৫১*), সলোমন উৎসর্গের বা নিবেদনের প্রার্থনা করেছেন (*২য় বিবরণ ৬:১৪-৪২*)। যিশু নিজেও প্রায়ই নির্জনে ও প্রকাশ্যে প্রার্থনা করেছেন (*মথি ১৪:২৩; মার্ক ১:৩৫, ৬:৪৫*), আর যোহন ১৭ অধ্যায়ে আমরা দেখি যিশু কিভাবে তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনা করছেন (*যোহন ১৭:১...*)। যিশুর শিষ্যগণ যিশুকে অনুরোধ করেছেন ও প্রার্থনা করেছেন। এমন কি তাঁরা যিশুকে অনুরোধ করেছেন যেন তিনি তাদের প্রার্থনা করতে শিখান আর যিশু তাঁদের প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন (*লুক ১১:২; মথি ৬:৯*)।

আমরা প্রার্থনা করব কারণ প্রার্থনার অনেক শক্তি রয়েছে; প্রার্থনা করে আমরা ফলও পাই। যারা প্রার্থনা করে তাদের জীবনে অনেক আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে। আমাদের দেশসহ বিশ্বব্যাপী তার অগণিত প্রমাণ রয়েছে। তাই জুবিলীর এই প্রস্তুতি বছরে আমরা যতো বেশি প্রার্থনা করবো আমাদের প্রস্তুতি ততোই আধ্যাত্মিকভাবে ফলপ্রসূ হবে। আমরা পরিবারে, কর্মস্থলে, ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে নীরবে অনুধ্যান ও প্রার্থনা করতে পারি। সময় ও সুযোগ হলে আমরা স্থানীয় গির্জাঘরে গিয়ে উপাসনায়, খ্রিস্টযাগে ও সাক্রামেন্তীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারি। এ বছর আমাদের ধর্মপল্লীগুলোতে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের আরাধনা ও শোভাযাত্রা ভক্তিপূর্ণভাবে জোরদার করতে পারি। আমরা পারিবারিক প্রার্থনা, বিশেষভাবে পরিবারে রোজারি মালার প্রার্থনা জোরদার করতে পারি- গ্রামে বা বিভিন্ন পাড়ায়, পরিবারে পরিবারে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রায়শ্চিত্তকালে বা তার বাইরেও ক্রুশের পথ, উপবাস ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে আমরা জুবিলী বর্ষের প্রস্তুতি নিতে পারি। বাইবেল থেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অংশ পাঠ ও ধ্যান করতে পারি। সে সঙ্গে কাথলিক পঞ্জিকা অনুসরণ ক'রে প্রতিদিনের বাণী পাঠ করতে পারি। ত্যাগস্বীকার ও সংযম ক'রে শুদ্ধাচারের পথে চলে আমরা ঈশ্বর ভক্তি ও আরাধনার কাজ সম্পন্ন করতে পারি।

তবে আরাধনার পাশাপাশি আমাদের অবশ্যই সেবা কাজও করতে হবে। আমাদের আশেপাশে অসংখ্য দরিদ্র ও অসহায় মানুষ রয়েছে যাদের প্রতিও আমাদের বড় দায়িত্ব রয়েছে। তারা আমাদের প্রতিবেশি আর প্রত্যেক প্রতিবেশিকে নিজের মতো ক'রে ভালোবাসা আমাদের বিশ্বাসের দায়িত্ব। আমরা যেমন 'আশার তীর্থযাত্রী' তেমনি আমাদের কাছে ঈশ্বর চান যেনো আমরা আশাহীন মানুষের অন্তরে আশা জাগাতে পারি। প্রত্যেক দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মানুষের মধ্যে আমাদের এই বিশ্বাস জাগাতে হবে যে- ঈশ্বর তাদেরও ভালোবাসেন এবং ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমেই তাদের সেই ভালোবাসা দিয়ে থাকেন। আমরা যখন এসব দুঃখী, অভাবী, অসহায় ও অবহেলিত ভাই-বোনদের সেবা করি- তখন আমরা আসলে আমাদের প্রভু ও মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টকেই সেবা করি (*মথি ২৫:৩১-৪০*)। তাই যারা দরিদ্র-পীড়িত ও অসহায় হয়ে সমাজের প্রান্তসীমায় পড়ে আছে তাদের প্রতি সেই বিশ্বাসের দায়িত্ব পালন ক'রে আমরা আমাদের ঈশ্বরকেই সেবা করতে পারি।

আমরা ব্যক্তিগতভাবেও হয়তো কিছু দয়ার কাজ করতে পারি, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তাই আমরা সমষ্টিগতভাবে সবাই মিলে ভালোবাসা ও দয়ার কাজে এগিয়ে আসতে পারি। প্রতিটি ধর্মপল্লীতে সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল সোসাইটির কাজকে আমরা শক্তিশালী করতে পারি; যেনো এর মধ্যদিয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ভালোবাসাপূর্ণ সেবা প্রদান করতে পারি। আমাদের সবাইকেই মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রতি অনেক দয়া ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন এবং এখনোও দেখিয়ে যাচ্ছেন। তিনিই চান যেনো আমরা আমাদের প্রতিবেশি দরিদ্র, অবহেলিত ও অসহায় মানুষকে ভালোবসি। যারা পরিবারে প্রবীণ-ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, তাদের প্রতিও আমাদের সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। আমরা আমাদের সে দায়িত্ব পালন ক'রে সবার কাছে হ'তে পারি ভালোবাসা ও আশার চিহ্ন। এভাবে আমরা মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে পারি আরোও অধিক উচ্চতায়।

আমরা প্রার্থনা করব যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানি চলছে যেন তা বন্ধ হয় এবং যেন বিশ্বময় শান্তি ও ন্যায্যতার সুবাতাস প্রবাহিত হয়। আমাদের সমাজে ও স্থানীয় মণ্ডলীতে পুণর্মিলন ও শান্তি কামনা করেও প্রার্থনা করব। আমরা প্রার্থনা করব যেন আমাদের সকলের মন অন্তর নম্র-বিনম্র হয় আমরা যেন ভাই-বোনদের ক্ষমা চেয়ে বা ক্ষমা দিয়ে আনন্দ অনুভব করতে পারি। এভাবেই আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের প্রকৃত উপাসনা স্বার্থক হয়ে উঠবে। "তাহলে যেকোন, যজ্ঞবেদীর সামনে, তোমরা নৈবেদ্য ফেলে রেখেই ফিরে যাও। আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুরনো সদ্‌ভাব ফিরিয়ে আনো, তার পরেই এসো তোমার ওই নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে।" (*মথি ৫:২৪*)।

ভাই-বোনেরা, পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে আমরা অনুধ্যান ও অনুশীলন করছি যেনো আমরা মণ্ডলীকে গড়ে তুলতে পারি "সিনোডাল মণ্ডলী" হিসেবে। মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ- এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে আমরা অনেক অনুধ্যান, আলাপ-আলোচনা ও কর্মশালা করেছি। এ বিষয়ে গত অক্টোবর মাসে রোম নগরীতে বিশপগণের সিনড সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বিশ্বমণ্ডলী ও স্থানীয় মণ্ডলীকে সিনোডাল পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্য আলোচনা হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস সেখানে আহ্বান জানিয়েছেন যেনো আমরা মণ্ডলীকে সত্যিকারের একটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রেরণধর্মী মিলন সমাজে পরিণত করতে পারি। খ্রিস্ট-জুবিলীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা প্রার্থনা ও আরাধনা করি যেনো ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা, তাঁর মণ্ডলীতে পূর্ণতা পায়- আমাদের বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলী যেনো গড়ে ওঠে সত্যিকারের সিনোডাল ভিত্তির উপর। এজন্য আমাদের প্রতিটি ধর্মপল্লীতে থাকতে হবে ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ, যা ধর্মপল্লী পরিচালনায় পাল-পুরোহিতের সঙ্গে পালকীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণ করবে ও ধর্মপল্লীকে একটি মিলন সমাজে পরিণত করবে। এই মিলন সমাজই হবে খ্রিস্টের বিষয়ে সাক্ষ্যদান ও খ্রিস্টবাণী প্রচারের বাহক।

আগামী বছরজুড়ে বিভিন্ন প্রৈরিতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও পেশাদারি দল হিসেবে জুবিলী পালনের প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা নেয়া রয়েছে। এই উদ্যোগ গ্রহণের প্রথম বিষয়টিই হলো আমাদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি। আমরা প্রার্থনা ও আরাধনায় ঈশ্বরের সামনে প্রণত হবো যেনো সবাই খ্রিস্টভক্ত হিসেবে ও সম্মিলিত মণ্ডলী হিসেবে পবিত্র হতে পারি ও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি।

যিশুর মাতা মারীয়া ও আমাদের স্বর্গীয়া মাতার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যেনো খ্রিস্ট-জুবিলী পালনের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের আশীর্বাদ ও কৃপা যাচ্না করেন- আমরা যেনো যোগ্য হয়ে আগামী বছরের খ্রিস্ট-জুবিলী উদ্‌যাপন করতে পারি। এর জন্য আসুন আমরা প্রথমেই আমাদের প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ ও সকল ধর্মপল্লীতে কোন একটি উপযুক্ত দিন দেখে খ্রিস্টযাগের মধ্যে বা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রার্থনা-বর্ষ উদ্বোধন করি। আগামী আগমন কাল পর্যন্ত আমরা এই প্রার্থনা চালিয়ে যাব। আর্চবিশপ ফিসিকেল্লাকে লেখা পত্রে পোপ ফ্রান্সিস যেমন বলেছেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আশার স্ফুলিঙ্গ লাভ করেছি তা যেনো আমরা বাতাস দিয়ে আরও জ্বালিয়ে তুলি। সেই আধ্যাত্মিক বাতাস হলো আমাদের প্রার্থনা। আসুন আমরা এ বছরজুড়ে প্রার্থনায় আরও বেশি মনযোগী হই যেনো একদিন আমাদের প্রভু ও বিচারক যিশুখ্রিস্ট আমাদের বলেন, "এসো তোমরা, আমার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে ব'লে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদের বলে গ্রহণ কর" (*মথি ২৫:৩৪*)।

ইতি

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ; প্রেসিডেন্ট, সিবিসিবি

বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ; ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিবিসিবি

বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ; সেক্রেটারী জেনারেল, সিবিসিবি

বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ

বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, খুলনা ধর্মপ্রদেশ

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সিলেট ধর্মপ্রদেশ

বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ

বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, বরিশাল ধর্মপ্রদেশ

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড

স্থাপিতঃ ০১/০৫/২০০৭ খ্রিঃ, রেজিঃ নং-০৫, তারিখঃ ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ,
সংশোধিত রেজিঃ নং- সঅ-০১ (আইন), তারিখঃ ০৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ

সূত্র ঃ কাক্‌কো/সেক্রেটারী/২০২৪- ৬১ তারিখ ঃ ২৫/০৩/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর সকল সদস্য সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং ডেলিগেটগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার, দুপুর ২:৩০ মিনিটে, নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট, ডেমোরপাড়া, পুবাইল, গাজীপুরে দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।** উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য সমিতির পক্ষ থেকে (১) একজন ডেলিগেট অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম দুপুর ২টা থেকে শুরু হবে। অতএব, অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত সকল ডেলিগেটগণকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উল্লেখিত দিনে দুপুর ২টা থেকে ২:৩০ মিনিটের মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচীসহ অন্যান্য তথ্য ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত কাক্‌কো লিঃ-এর স্থায়ী কার্যালয় থেকে জানা যাবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

টুটুল পিটার রড্রিক্স
সেক্রেটারী (কো-অপ্ট), কাক্‌কো লিঃ

অফিস ঠিকানা ঃ নীড়-২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
Office Address : Neer-28, 74/1 (1st Floor), Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215.

বিজ্ঞ/৮২/২৪

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের নবজীবনের অঙ্গীকার

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

শুভেচ্ছা! শুভেচ্ছা! শুভেচ্ছা!
শুভ পাস্কা-পর্ব! Happy Easter। মুক্তিদাতা ও মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান দিবসের এই শুভক্ষণে বিশ্বের সকল মানুষকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মৃত্যুবিজয়ী যিশু আমাদের সবাইকে তাঁর স্বর্গীয় আশীর্বাদ দান করুন এবং আমাদের সবার জীবন আরো অনেক শান্তি, প্রেম, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য দিয়ে ঘিরে রাখুন - এই প্রার্থনা করি। আমাদের সবার অন্তরে অনুক্ষণ ধ্বণিত হোক পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মহা আশীর্বাদ: "তোমাদের শান্তি হোক।"

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে, অর্থাৎ ৩৩ খ্রিস্টবর্ষে, মানব ইতিহাসে এই প্রথম একটি অপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল যে, যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছেন। এই ঘটনার যেমন চাক্ষুষ সাক্ষী রয়েছেন, তেমনি এর ঐতিহাসিক লিখিত ভিত্তিও রয়েছে, যা পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ঘটনা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা এই ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেনি; এর পূর্বে কেউ এরূপ কথা কোন দিন শোনে নি। এই যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনাটি ঐ সময় অনেকে বিশ্বাস করতে চায় নি; এমন কি, যিশুর প্রেরিতশিষ্যদের অন্যতম টমাস অন্যান্য শিষ্যদের কাছে পুনরুত্থিত যিশুর দর্শন পাওয়ার কথা শুনে তা অবিশ্বাস ও অবাস্তব মনে করে বলেছিলেন: "তাঁর দু'টি হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, আর পেরেকের জায়গায় যদি আমার আঙ্গুল না ছোঁয়াই, এবং তাঁর বুকের পাশটিতে যদি হাত দিতে না পারি, তবে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না"।[১] এই ঘটনার আট দিন পরে যিশু টমাসকে দেখা দিয়ে তার অবিশ্বাস দূর করে দিয়েছিলেন আর এবার পুনরুত্থিত যিশুকে চিনতে পেরে বলেছিলেন: "প্রভু আমার! ঈশ্বর আমার!"[২]

তাই এই পরম সত্য ঘটনাটিকে চাপা দেবার জন্যে ঐ সময় থেকে একটি চরম ব্যর্থ চক্রান্ত চলেছে, যা পবিত্র বাইবেলেও উল্লেখ করা হয়েছে। যিশুর পুনরুত্থানের অন্যতম সাক্ষী প্রহরারত প্রহরী। যিশুর মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনের শুরুতে, অর্থাৎ রোববার ভোর থেকেই তাঁর পুনরুত্থানের এই সুখবর চারিদিকে বাতাসের মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে যে, যিশুর মৃতদেহ কবরে নেই; তিনি নাকি বেঁচে উঠেছেন; তাদের কয়েকজনকে নাকি তিনি দেখাও দিয়েছেন। যিশুর পুনরুত্থানের সুসংবাদটি ইহুদী যাজকদের ও প্রবীণদের মধ্যে বড় একটি আঘাত সৃষ্টি করে এবং তারা তা প্রাণপণে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তারা প্রহরীদের হাতে মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিয়ে এই ঘটনা মিথ্যা বলে প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেন, যা সাধু মথির মঙ্গলসমাচারে তা এই ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: "শোন, তোমরা কিন্তু এই কথা বলবে: 'ওর শিষ্যেরা রাত্রে এসেছিল। আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম, তখন তারা এসে ওর মৃত দেহটাকে লুকিয়ে তুলে নিয়ে গেছে।'--- এই গল্পটা তখন ইহুদীদের মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল; আর আজও তা প্রচলিত রয়েছে।"[৩] এটি ঠিক যে, ইহুদীদের মত এখনো অনেকে এই ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করতে চায় না। সাধু পলের সময়ও অনেকে যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে চায়নি বলে তিনি তাদের ধিক্কার দিয়েছেন এবং যিশুর পুনরুত্থান যে অবশ্যই হয়েছে, সেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন: "খ্রিস্ট যে মৃতদের মধ্য থেকে পুরুত্থিত হয়েছেন, আমরা যখন এই বাণী প্রচার করি, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কী করেই বা বলতে পারে যে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছুই নেই?"[৪]

যিশুর পুনরুত্থান মুক্তির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

মানবমুক্তির ইতিহাসে বা ঐশ পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো যিশুর পুনরুত্থান। যদিও আমরা খ্রিস্টানগণ সারা বিশ্বে অনেক জাঁকজমক করে বড়দিনের উৎসব পালন করে থাকি, কিন্তু যিশু খ্রিস্টের জন্ম মানব মুক্তির ইতিহাসের অন্যতম সূচনা মাত্র। ঐশতাত্ত্বিক দিক থেকে মানবমুক্তির ঐশ পরিকল্পনা প্রথম বাস্তব রূপ লাভ করে কুমারী মারীয়ার নির্মল গর্ভে যিশুর মানব দেহধারণ (Incarnation) -এর মধ্যদিয়ে। আদম-হবার পাপে পতনের পর মহান করুণাময় ও প্রেমময় ঈশ্বর মানবজাতির মুক্তির যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে তিনি একজন মুক্তিদাতাকে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন, যিনি এক নারীর গর্ভে জন্ম নেবেন।[৫] কাজেই প্রতিশ্রুত মশীহ বা মুক্তিদাতার জন্ম এবং তার স্মরণে বড়দিন উদ্‌যাপন প্রকৃতপক্ষে মানবমুক্তির জন্যে ঐশ পরিকল্পনার সূচনা-পর্ব উদ্‌যাপন মাত্র।

কেউ কেউ, এমনকি, কিছু ঐশতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, ক্রুশে যিশুর মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে মানবমুক্তির ঐশ পরিকল্পনা পরিপূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু অনেক ঐশতত্ত্ববিদ তা মানতে রাজি নন এই কারণে যে, যদিও যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর ঘটনা মানবমুক্তি পরিকল্পনায় অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বটে, কিন্তু তা মানবমুক্তির পরিপূর্ণতা এনে দেয় না।[৬]
সাধু পলও বলেন যে, খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থান না করতেন, তবে যিশুর পরিকল্পনা নিষ্ফল হতো। তাই তিনি বলেন: "আর খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন।"[৭]

যিশুর পুনরুত্থান হলো একটি নতুন যুগের সূচনা

যিশুর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে একটি নতুন সৃষ্টির সূচনা হয়েছে। প্রথমত: পাপ পরাজিত হয়েছে; অন্ধকারে আলো ফুটে উঠেছে - চরম হতাশার মধ্যে জীবনে বেঁচে থাকার আশা প্রবল হয়েছে। অন্য বাস্তবতায়, পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত সপ্তাহের শেষ দিন 'বিশ্রামের দিন" এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত দিন হিসাবে পালিত হওয়ার পরিবর্তে যিশুর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ রোববার দিন" ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত দিন হিসেবে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এই দিনটিতে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী যিশুখ্রিস্টের সাথে আনন্দগান করি, উল্লাস করি, "আল্লেলুইয়া" গান করি।

যিশুর পুনরুত্থান একটি চলমান ঘটনা

যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা একটি চলমান ঘটনা। তাই যিশুর পুনরুত্থান শুধু একটি উৎসব উদ্‌যাপন নয়, শুধু একটি স্মৃতি পালন নয়, বরং তার চেয়ে অনেক বড় কিছু। যিশু চান, যেন আপনার আমার জীবনেও অবিরত সেই ঘটনা ঘটে। যিশু চান, আমরা পুনরুত্থান করি; তিনি চান যেন আপনি আমি প্রতিদিন পবিত্রতায়, প্রেমের ও শান্তি ও মিলনের রাজ্যে বাস করি।

পাপ থেকে মন ফেরানোর মধ্যদিয়ে আমরা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করি; যিশুতে নব জীবন লাভ করি।

পুনরুত্থান হলো জীবন নতুন করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার

বিখ্যাত ঐশতত্ত্ববিদ : Richard P.McBrien বলেন: পুনরুত্থান হলো জীবনের পুনর্গঠন বা Resurrection is the reconstruction of life।"[৮]

তাই, আমাদের জীবনে যিশুর পুনরুত্থান হলো যিশুতে নব জীবন লাভের অঙ্গীকার গ্রহণ। যেমন করে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন জীবন পেয়েছে পিতর যিনি যিশুকে তিন তিন বার অস্বীকার করেছিলেন; মাগদালেনা মারীয়া - যিনি পতিতা ছিলেন এবং সমরীয় নারী - যিনি ছিলেন বহুগামিনী। তাছাড়া সাধু মথি, সক্কেয়, অনুতাপী চোর, সাধু পল, আরো অনেকের জীবনে যিশুর প্রতি গভীর বিশ্বাসের গুণে জীবনের পুনরুত্থান ঘটেছে; স্বর্গীয় পিতার ক্ষমা ও ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছেন। এরা একেকজন যেন অপব্যয়ী পুত্র, যে পাপে "মরেই গিয়েছিল, আবার বেঁচে উঠেছে" *(লূক ১৫:৩২)*। তাই যিশু বলেন: আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না।"[৯]

আমাদের সবাইকে পুনরুত্থান করতে হবে

যিশু চান, আপনি-আমি যেন প্রতিদিন তাঁর সাথে পুনরুত্থানের নবজীবনের আনন্দে বাস করি। যিশু চান যেন, আমরা পাপের মৃত্যু থেকে প্রতিদিন নতুন জীবনে প্রবেশ করি। যিশু পাপী মানুষকে নতুন জীবন দান করতে চান; পাপের কবর থেকে তুলে আনতে চান। তাই তিনি আমাদের তাঁর জীবন দান করে বলেন: "আমি এসেছি, যেন মানুষ জীবন পায়; পরিপূর্ণ ভাবেই পায়।"[১০]

তাই আমাদের সবাইকে পুনরুত্থান করতে হবে। যে পাপ মৃত্যু ডেকে এনেছিল, তা পরিত্যাগ করার দৃপ্ত শপথ নিতে হবে। পুনরুত্থিত যিশুর সাথে নতুন জীবনে প্রতিদিন চলার অঙ্গীকার করতে হবে এবং বলতে হবে: "আমি পাপ ঘৃণা করি, কেননা তদ্দ্বারা স্বর্গসুখ বিরহিত।"

গ্রন্থপুঞ্জী:

১ যোহন ২১:২৫

২ যোহন ২১:২৮ ৩ মথি২৮:১৩-১৫

৪১ করিন্থীয় ১৫:১২

৫ দ্র: আদি ৩:১৫

৬ দ্র: Richard P. McBrien, THE RESSURECTION in Catholicism, P. 405

৭ (১ করিন্থীয় ১৫:১৪)

৮ দ্র: Richard P. McBrien, THE RESSURECTION in Catholicism, P. 405

৯ যোহন ১১:২৫-২৬, ১০ যোহন ১০:১০॥

শুভ নববর্ষ হোক সৌহার্দ্যপূর্ণ

ডেভিড স্বপন রোজারিও

শুভ নববর্ষ। আজ পয়লা বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন। জীর্ণ পুরাতনকে ভাসিয়ে দিয়ে, নতুনের জয়গান করার দিনও বটে। নববর্ষ মানেই উৎসব নতুনের আবাহন। সুদূর অতীত থেকে বাংলার ঘরে ঘরে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে বাংলার এই সর্বজনীন উৎসব।

সময়ের চাকার আবর্তে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সফলতা-বিফলতার চাদরে মোড়া আর একটি বাংলা বছরের দ্বার প্রান্তে। শেষ হয়ে এলো ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, হাতছানি দিয়ে ডাকছে নতুন বছর ১৪৩১ কালস্রোতের আনন্দ যাত্রা পথে জীবন থেকে ঝড়ে গেলো আরেকটি বছর। যারা গত হল তারাতো আর ফিরে আসবে না। আগামীটা না হয় আমাদেরই রইলো জীবন সাজাতে, বয়ে বেড়াতে রাঙ্গাতে আর হয়তো জীবনে জীবন যোজনে।

বিগত বছরের হিসাবের খাতা নিয়ে বসলে, আনন্দের সাফল্যের গল্প কথার চেয়ে, বেদনার বিফলতার হিসাবটাই যেন বড় হয়ে যায়। তাই কি পেয়েছি, কি পাইনি সে হিসেব না কষে বরং সামনের দিকে তাকাই।

লোকজ সংস্কৃতিই ছিল মূল বিষয়। এই উৎসবের মধ্যেই প্রকাশ পেতো, বাঙালী জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও গৌরব। রঙ্গিণ খেরো খাতায় সারা বছরের বাকির হিসাব লিখে রাখতেন ব্যবসায়ীরা। নববর্ষের হালখাতা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানানো হতো ক্রেতাদের। ক্রেতারা পাওনা পরিশোধ করতেন, কেউ পুরোটা কেউ আংশিক। দোকানি মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন সবাইকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে নববর্ষের মেলা বসে গ্রামে-গঞ্জে। চিনির তৈরি হাতি-ঘোড়া, হরিণ বাঘ ইত্যাদি মেলায় আসে। বাঁশের বাঁশি, ঢোল, ডুগডুগি সহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বিক্রি হয়। মেয়েদের চুড়ি আলতা, টুকড়ি-ঝুড়ি মাদুরসহ নানা ধরনের সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি হতো, এ সমস্ত গ্রাম্য মেলাতে।

অনস্বীকার্য যে, সম্রাট আকবর ফসল কাটার মৌসুমে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা সনের প্রবর্তন করেছিলেন। এই কঠিন কাজ সম্পাদনের ভার পড়েছিল সুপণ্ডিত আমির ফাতেহ উল্লাহ সিরাজীর ওপর। ইংরেজি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল ছিল বাংলা সনের শুভযাত্রা। তখন এই সনকে বলা হতো ফসলি বছর। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যেতো নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি।

আজ সময়ের আবর্তে সব পরিবর্তন হচ্ছে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি-সভ্যতা বলতে দ্বিধা নেই মানুষ সব কিছুর গতিরোধ করতে পেরেছে কিন্তু সময়ের গতিরোধ করতে পারছেনা বলেই মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে কিন্তু কাজ থেমে নেই সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যান্ত্রিক জীবনের অস্থিরতায় কাতরাচ্ছে॥

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য

এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নানা নিয়মকানুন পালনের পর উদ্‌যাপিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর। মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতরের দিনটি অশেষ তাৎপর্য ও মহিমায় অনন্য। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার শেষে শাওয়ালের নতুন চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদ। বছরজুড়ে নানা প্রতিকূলতা, দুঃখ-বেদনা সব ভুলে ঈদের দিন মানুষ সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন। ঈদগাহে কোলাকুলি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে সবাইকে নতুন করে আবদ্ধ করে। ঈদ এমন এক নির্মল আনন্দের আয়োজন, যেখানে মানুষ আত্মশুদ্ধির আনন্দে পরস্পরের মেলবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হন এবং আনন্দ ভাগাভাগি করেন। প্রকৃতপক্ষে ঈদ ধনী-দরিদ্র, সুখী-অসুখী, আবালবৃদ্ধবনিতা সব মানুষের জন্য নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন। ঈদ ধর্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেয় এবং পরস্পরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দেয়।

ঈদুল ফিতর:

ঈদ অর্থ আনন্দ, উৎসব পর্ব। ঈদের আর একটি অর্থ ফিরে আসা, বার বার আসা। আর ফিতর অর্থ ভঙ্গ করা। যেহেতু ঈদুল ফিতর প্রতি বছরই যথাসময়ে আমাদের মাঝে বার বার ফিরে আসে। এ দিনটিতে আমরা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগে লিপ্ত না হওয়ার যে বিধান ছিল তা ভঙ্গ করি বলে এদিনটিকে ঈদুল ফিতর বলা হয়েছে।

ঈদুল ফিতরের শুভ সূচনা:

মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে এলেন। তখন মদীনাবাসীকে তিনি দুটো দিবসে আনন্দ উল্লাস উৎসব করতে দেখেন। পারসিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বসন্তের পূর্ণিমা রজনীতে মেহেরজান আর হেমন্তের পূর্ণিমা রজনীতে নাওরোজ নামক উৎসবে মদীনাবাসীকে এমন সব আমোদ প্রমোদে মেতে উঠতে দেখলেন, যা সুস্থ বিবেকের কাছে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ বিশেষ দিনে তোমাদের আনন্দ উল্লাসের কারণ কি? মদীনার নওমুসলিমগণ বললেন, আমরা জাহেলী যুগ হতে এ দুটি দিন এভাবে পালন করে আসছি, নবী করিম (সা.) বলেন, আল্লাহ তোমাদের আনন্দ উৎসবের জন্য এর চেয়েও দুটো উত্তম দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তার একটি হল ঈদুল ফিতর অন্যটি ঈদুল আযহা। তোমরা পবিত্রতার সাথে এ দুটি উৎসব পালন করবে। [আবু দাউদ ও নাসায়ী]

মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, "লিকুল্লি কওমিন ঈদুন, হাজা ঈদুনা" অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব খুশির উৎসব রয়েছে, এ দুটো হলো আমাদের সেই খুশির উৎসব। ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (সা.)-এর জীবনে দ্বিতীয় হিজরীতে এক মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর ১ শাওয়াল ঈদুল ফিতর আর ১০ জিলহজ্জ ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ প্রথম পালিত হয়।

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য:

ঈদুল ফিতরের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে- এটি মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। ইসলামের দৃষ্টিতে যারা বিভিন্ন কারণে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে একত্রিত হয় না বা জুমার নামাজেও একত্রিত হতে পারে না, কিন্তু তারাও পবিত্র ঈদের দিনে বিভিন্ন এলাকা থেকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব মায়া ও মমতা নিয়ে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পরিহার করে একে অপরের সাথে সালাম বিনিময় ও কোলাকুলি করে। এই ভাবে ইসলামে সাম্যের নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলাম কোন অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ঈদ একটি ইবাদতের নাম। আল্লাহর হুকুমে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আনন্দ, উৎসব ও নির্মল চিত্তবিনোদন করার বিধান রয়েছে। রাসূল (সা.) এদিন সম্পর্কে বলেছেন, এ দিনটিতে তোমরা রোজা রেখো না। এ দিনটি তোমাদের জন্য আনন্দ উৎসবের দিন। খাওয়া, পান করা আর পরিবার-পরিজনদের সাথে আনন্দ-উৎসব করার দিন। আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। [মুসনাদ আহমদ]।

ঈদুল ফিতরের শিক্ষা:

ঈদের দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ৩০ দিন কঠোর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য বছরের বাকি ১১ মাস জারি রাখা। অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, অফিস-আদালতে, লেনদেন, আচার-ব্যবহারে খারাপ কাজগুলো পরিহার করে ভালো কাজগুলো গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে রমযানের মহান শিক্ষা খোদা ভীতির উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে খোদাহীন সকল কর্মপন্থার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে কুরআন ও সুন্নাহ আইন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এটা প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব।

অতএব আমাদের উচিত আমরা যাতে নিজেকে এমন আনন্দ ও বিলাসিতায় লিপ্ত না করি, যদ্বারা ইসলামের সীমালংঘন হয় ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। যার পরিণতি হিসেবে পরকালীন শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়। তাই মুসলমানদের পবিত্র ঈদের দিনে খুশি ও আনন্দ শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় ঈদের খুশি উদ্‌যাপনের তৌফিক দান করুন॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. দিদারুল ইকবাল : ঈদ আসে ঈদ যায় স্মৃতি শুধু রয়ে যায়। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, সংখ্যা- ২০।
২. মো. হাবিবুর রহমান রুবেল :মাহে রমযান ও রোজার পথ বেয়ে আনন্দময় পবিত্র ঈদুল ফিতর। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, সংখ্যা- ২১। ৯০

ঐশ করুণা প্রবাহমান

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ঐশ করুণার প্রতি ভক্তি খুব বেশিদিনের আগের নয়। কিন্তু তার বিস্তৃতি বেশ দ্রুতই ঘটছে। আমাদের দেশেও বিভিন্নস্থানে ঐশকরুণার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে; যা খুবই ভালো ও প্রয়োজনীয়। কেননা ঐশকরুণার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হলো যিশুর প্রতিই বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখানো। ঐশকরুণার প্রার্থনা করে অনেকেই সুস্থতা লাভ করেছেন বলে এই প্রার্থনাকে অনেকেই শক্তিশালী প্রার্থনা মনে করেন এবং তা কষ্টকর হলেও করার জন্য চেষ্টা করেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল প্রার্থনাই শক্তিশালী। কেননা প্রার্থনায় আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রচনা করি ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে নিজেরা বলীয়ান হই।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে পালকীয় সেবাকাজে বিভিন্ন ধর্মকেন্দ্রে গিয়ে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করাসহ রোগীদের সান্নিধ্যদান ও পরিবারসমূহের নানাবিধ সমস্যা-সফলতার কথা শুনতাম। একদিন একজন মা এসে তার সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে বলেন যেন তার সন্তান ভালো হয়। আমি ভেবেছিলাম ছেলেটি কোনো অসুখে ভুগছে। তাই ছেলেটির মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন জায়গার ডাক্তারকে দেখিয়েছেন? ভদ্রমহিলা জানালেন, ঔষধ সেবন করে তার ছেলে কিছুটা ভালো থাকলেও কিছুদিন পরেই আবারো অসুখে পড়ে। কিন্তু তার মূল সমস্যা হলো, সে মাঝে মাঝে কারো কথা শুনে না। তার মনমতো চলে। নেশা গ্রহণসহ খারাপ ছেলেদের সাথে চলে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নিজের ও পরিবারের সুনাম নষ্ট করে। ছেলেটিও কখনো কখনো এই মন্দ পথ ছাড়তে চায়। কিন্তু কিছুদিন পরে আবারো পুরনো পথেই চলে। ছেলের পরিবর্তনের জন্য বাবা-মা অনেক প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার করে চলেছেন কিন্তু ততোটা লাভ হচ্ছে না। ছেলেটি আমার পরিচিত বলে আমি ওর কিছু ইতিবাচক দিক জানতাম। ছেলেটি সবসময়ই নতুন কিছু জানতে চাইতো। আমি ছেলেটির মাকে বললাম, তাদের সন্তানের জন্য আমি প্রার্থনা করবো এবং আগামী সপ্তাহে তাদের বাড়িতে গিয়ে ছেলেটিসহ একসাথে কথা বলবো। পরের সপ্তাহে খ্রিস্টযাগের উপদেশে মানুষের প্রতি যিশুর দয়া এবং ঐশ নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে সহভাগিতা করি। ছেলেটি খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিল। খ্রিস্টযাগের পরে ছেলেদের বাড়িতে গিয়ে চা পানের সময় সমাজের নানাবিধ সমস্যার কথার সাথে ছেলেটি যে সমস্যার মধ্যেদিয়ে যাচ্ছে তা-ও আলোচনা করি। অনেক সমস্যা আমরা নিজেরা সমাধান করতে পারিনা সত্য কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের জীবনের কত সমস্যাই তো আমরা মোকাবেলা করে এগিয়ে চলছি। আমার কাছে থাকা ঐশকরুণা প্রার্থনার একটি লিফলেট ছেলেটির মাকে দিয়ে ছেলেটিকে বললাম, যেকোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঐশকরুণার প্রার্থনাটি করে যাও; সুফল পাবেই। পরিবারটি প্রার্থনা করবে বলে জানালো। লিফলেটটির মধ্যে যে ধরনের কথাগুলো লেখা ছিল;

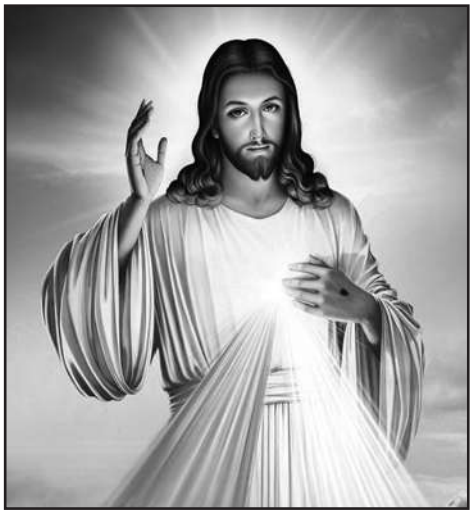

ঐশ করুণার প্রধান লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের করুণাময় ভালোবাসা উপলব্ধি করা এবং নিজ হৃদয়ে সেই করুণাময় ভালোবাসা প্রবাহিত করার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করা। ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিদাতা যিশু পোলান্ড দেশের সন্ন্যাসিনী, সিস্টার ফস্টিনার কাছে প্রথম দর্শন দিয়ে তাঁর প্রতি এই ভক্তির আবেদন জানান, যা সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে আসে। সিস্টার ফস্টিনার কাছে যিশু যেরূপে দর্শন দিয়েছিলেন, সেই বর্ণনার সাথে মিল রেখে Eugeniusz Kazimirowski প্রথম যে প্রতিকৃতি অংকন করেছিলেন, তাতে যিশুর হৃদয় থেকে নির্গত আলোকশ্মির পাশে লেখা: "যিশু, আমি তোমাতে ভরসা রাখি" বা "Jesus, I trust in You"।

২৮ এপ্রিল, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ঐশ-করুণার রোববার পালিত হয়। সেদিন যিশু সিস্টার ফস্টিনাকে বলেছিলেন: "আমাতে বিশ্বাসী প্রত্যেকে আমার করুণা লাভ করবে।" ৫ অক্টোবর, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার ফস্টিনা মৃত্যুবরণ করেন। যদিও ঐশরিক করুণা মণ্ডলীর শিক্ষায় নতুন নয়, তবে সাধ্বী ফস্টিনার ডায়েরি একটি মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে এবং খ্রিস্টের করুণার উপর একটি শক্তিশালী এবং উল্লেখযোগ্য ফোকাস এনেছে। সাধু দ্বিতীয় জন পল ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সাধ্বী ফস্টিনাকে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম সাধ্বী ও "আমাদের সময়ে ঐশ করুণার মহান প্রেরিত দূত" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পুনরুত্থানের দ্বিতীয় রোববারকে ঐশ-করুণার পর্ব পালনের ঘোষণা দেন।

ঐশ করুণার ভক্তির তিনটি প্রধান বিষয় রয়েছে, আর তা হলো: ১) ঈশ্বরের করুণা যাচ্না করা; ২) যিশুখ্রিস্টের অসীম করুণার উপর আস্থা রাখা; ৩) অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা এবং সেইমত কাজ করা। তাই আমরা যেন করুণাময় হই। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর করুণা লাভ করি এবং তা আমাদের মাধ্যমে অন্যদের কাছে প্রবাহিত হোক। তিনি চান যে, আমরা অন্যদের প্রতি ভালোবাসা এবং ক্ষমা প্রসারিত করি যেমন তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন। আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে যিশুতে ভরসা রাখি। ঈশ্বরের করুণার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। তার করুণার স্রোতে স্নাত হতে ঈশ্বর চান যেন আমরা তার পুত্র যিশুতে সম্পূর্ণরূপে ভরসা রাখি। আমরা যত বেশি আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দেব তত বেশি আমরা তার করুণা পেতে পারবো। পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন, "ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত মানবজাতির জন্যে আশার অন্য কোন উৎস নেই।" আমরা ঈশ্বরের এই অসীম করুণার উপর ভরসা রাখি: যিশুতেই আমাদের মুক্তি-যিশুতেই আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা। প্রেমসিক্ত করুণাঘন যিশুর কাছে প্রতিদিন জীবনের সমস্ত ভার সমর্পণ করে বলি: যিশু, আমি তোমাতে ভরসা রাখি।

প্রায় তিনমাসেরও পরে পরিবারের মা জানালো, তাদের ছেলেটি আগে থেকে এখন অনেকটা ভালো। সন্ধ্যায় ঠিক মতো বাড়ি ফেরে এবং অন্যান্য কাজগুলোও নিয়মিত করে। বাবা-মা নিয়মিত ঐশকরুণার প্রার্থনা করে চলেছে এবং ছেলেটিও দুপুর ৩টায় মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে। ছেলের পরিবর্তনে বাবা-মার প্রসন্নভাব দেখে মনটা ভরে গেলো আর ছেলেটির বাবা-মার সাথে আমিও কৃতজ্ঞচিত্তে মনে মনে বলি: যিশু, আমি তোমাতে ভরসা রাখি "Jesus, I trust in You"।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা -১৪, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ॥

মুক্তিযুদ্ধের শত স্মৃতি শত কথা-৩

সুনীল পেরেরা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বর্ষা শেষে এলাকার মুক্তিযোদ্ধারাও চলে আসতে থাকে। ২৫ নভেম্বর ঘোষণা দেওয়া হল দড়িপাড়ার কাছে রেললাইন তুলে ফেলা হবে। হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে কোদাল, শাবল, হাতুড়ি নিয়ে। আমি আর গাব্রিয়েল কস্তা গেলাম। অনেকদূর পর্যন্ত রেল লাইন তুলে দূরে জমিতে ফেলে দেওয়া হল। পাথর সরিয়ে গর্ত করে ফেলা হলো যেন সহজে মেরামত করতে না পারে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেলপথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর্মিদের মালামাল বহন করা যাবে না।

দুপুর নাগাদ দেখা গেল ঢাকা থেকে ট্রেনে করে আর্মিরা এসে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়তে থাকে সেই নলছাটা থেকে। যে যেদিকে পারে লোকজন পালাতে থাকে। আমরা রেলের দক্ষিণে গ্রামের আঁড়ালে চলে গেলাম। মুক্তিযোদ্ধার উত্তরে রাঙ্গামাটিয়ার দিকে চলে যায়। খোলা মাঠ তাই আর্মিরা সবই দেখতে পায়। সেদিন জনতার নেতৃত্ব দিয়েছে ২৯ জন মুক্তিযোদ্ধা।

পরদিন পাশের দড়িপাড়া গ্রাম থেকে জ্বালাও পোড়াও শুরু করে রাঙ্গামাটিয়া পর্যন্ত। সঙ্গে চলে গুলিবর্ষণ আর লুটপাট। ১৭ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে বর্বর খান সেনারা। মুক্তিযোদ্ধারা কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। বাড়িঘর ছেড়ে পুরো এলাকার লোকজন সেই দূরে বক্তারপুর, ফুলদি গ্রামে আশ্রয় নেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই রেল লাইন মেরামত করে তুলল আর্মিরা। রাঙ্গামাটিয়াতেই বাড়ি পুড়েছে ১৩৭ টি, আহত হয়েছেন ১৪ জন। আমার স্নেহভাজন অনিল কস্তার অকাল মৃত্যুতে মনে দারুণ ভাবে কষ্ট পেলাম। সে আমাকে মামা বলে ডাকত অথচ আমরা বন্ধুর মত আড্ডা দিতাম ফার্মগেটের টুনটুনের বাড়ির মেসে। সে-ই আমাকে একদিন গাঁজার কলকে ধরিয়ে দিয়ে রাতভর কী হাসাহাসি।

যুদ্ধের শেষের দিকে এক রোববারে সকালে শোনলাম বোয়ালীতে মুক্তি সেনারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কৌতুহল নিয়ে বান্দাখোলা যাবার পর বড় ভাই কিরন কস্তার সাথে দেখা। দু'জন দ্রুত বোয়ালীর দিকে যাচ্ছি এসময় দেখলাম দলে দলে অস্ত্র হাতে যোদ্ধারা আসছে। তুমিলিয়া গির্জার পশ্চিম পাশে সবাই এম্বুস নিচ্ছে। বলা হচ্ছে এক্ষুনি ফায়ার শুরু হবে। এখান থেকে রেলপুলের ক্যাম্প খুব কাছেই। তখন রবিবারের শেষ মিশা সবে মাত্র শুরু হয়েছে। আমি আর কিরনদা দৌড়ে গেলাম গির্জায়। ফাদারকে বলার আগেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গিয়েছে। আর্মিরা গির্জার দিকেই গুলি ছুঁড়ছে। রেললাইন থেকে গির্জাঘর খুব কাছেই। সমানে গুলি আসছে, টিনের চালে, ওয়ালে লাগছে। ফাদার উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিনি সবাইকে বললেন, গির্জার দক্ষিণ দিক দিয়ে বের হয়ে দ্রুত চলে যেতে নিরাপদ স্থানে। ভক্তগণকে বিদায় দিলেও তিনি কিন্তু মিশন ছেড়ে গেলেন না।

বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কালীগঞ্জ পাওয়ার হাউজের ছাদ থেকে শেল মারা শুরু হলো। বাড়ি এসে পৌঁছার আগেই আমাদের পাশে আলীচানের বাড়ির জমিতে একটা শেল পড়ে ফেটে যায়। এর কিছু অংশ ছিটকে যায় বাড়িতে। একটা গরু আহত হয়। আমরা বাংকারে ঢুকলাম। এরই মধ্যে যুদ্ধ বিমান চলে এসেছে। উপর থেকে বোমা ফেলছে আর ছরছর করে গুলি করছে। গির্জার পাশে সিস্টারদের রান্নাঘরের উপর বোমা ফাটল। ঘরটি পুড়ে গেল তবে কেউ আহত হয়নি। এ যুদ্ধে শত্রুসেনা অনেকেই হতাহত হয়েছে, তবে কোন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হননি। এখানে বেশিরভাগ যোদ্ধারাই ছিল এলাকার খ্রিস্টান যুবক।

একাত্তরের ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। ততদিনে মুক্তিসেনারা ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় অনেক স্থান দখল করে নিয়েছে। তুমুল যুদ্ধ। দিনরাত গোলাগুলি। শুরু হয় বিমান হামলা। আমাদের গ্রামের সব মানুষ আরও নিরাপদ স্থানে আরাগাঁও এলাকায়, কুলুদের টেকের দক্ষিণ পাশে নাড়ার ডেরা করে আশ্রয় নেয়। অনেকে আরও ভিতরে নাগরী, পাড়ার টেক চলে গেছে। বাড়িঘর সব উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে যেন পুড়ে না যায়। জিনিসপত্র, গরু ছাগল সব বাড়ির পাশে রাখা। তখন কোন চুরি হতো না। একে অন্যের সহায়ক ছিল। ভেটুরের মুল্লুকের গোলা ভরা ধান, মাচা ভরা পাট সব তালতলা খোলা মাঠে পড়েছিল। নিজেদের খাদ্য সমস্যা থাকা সত্বেও প্রায় ৩-৪ মাস মুক্তিযোদ্ধা আর নিরাশ্রয় মানুষদের জন্য খাদ্য যোগান দিয়েছি। বিষাক্ত সাপের আখড়া কুলুদের টেকে যে কয়দিন মানুষ থেকেছে একটা সাপও কেউ দেখেনি। অর্থাৎ সাপগুলিও মানুষের বিপদে গর্ত থেকে বের হয়নি। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

ইতোমধ্যে ঢাকা ঘেরাও হয়ে গেছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট একদিনের যুদ্ধেই স্তব্ধ হয়ে যায়। বোমা মেরে এয়ার পোর্ট এমন করে দিয়েছে যে আর কোন ফাইটারই উঠতে পারেনি। আকাশে স্বাধীন ভাবে বীরদর্পে ঘুরছে ভারতীয় ফাইটার। তবে পাক বাহিনীর গুলির আঘাতে একটা ভারতীয় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল উলুখোলার কাছে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর বিজয়।

আমাদের চড়াখোলা গ্রামের চারজন মুক্তিযোদ্ধা [সুশান্ত গমেজ, কিরন রোজারিও, বিজয় রিবেরু ও হেনরি পেরেরা] সহ তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর ১৯ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমরা তিনজন অর্থাৎ আমি, গাব্রিয়েল কস্তা ও সমর গমেজ অরুণ কস্তার কাছে ট্রেনিং নিয়েছি। দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার হায়দার সাহেবের সই করা সনদপত্রও দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা চারিশতেরও অধিক। সমর ডি'কস্তা ছিল অপারেশন কমান্ডার। মুক্তিযুদ্ধের আরও কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে বুকে।

দেশ স্বাধীনের পর পর অফিসে গেলাম। মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে অফিস খুলেছে। সকাল সাড়ে সাতটায় অফিসে যেতেই দারোয়ান সামনে এলো। কথা বলতে বলতে তিন তালায় নিয়ে গেল। দেখলাম পরিচালকের দরজার পাশেই কতগুলো ফোল্ডিং চেয়ারের তলায় একটা থ্রি ব্যান্ডের রেডিও। দারোয়ান বলল, কে বা কারা, কখন রেখেছে সে জানে না। সকালে অফিস খুলতেই তার নজরে পড়ে। খুশি হয়ে রেডিওটা হাতে নিলাম নিউজ শুনব বলে। সুইচে হাত দিতেই দারোয়ান চিৎকার করে উঠল বোম বোম বলে। দেখলাম রেডিওর পেছনটা খোলা, ভেতরে সব তার পেচানো। বুঝলাম এটা সত্যি সত্যি বোমা। এখানে রাখা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস করতে। আমার অফিসের নাম ছিল 'পাকিস্তান কাউন্সিল'।

মনে পড়ল কালীগঞ্জ অপারেশন করার আগে এমনি একটি বোমা বানানো হয়েছিল কালীগঞ্জ পাওয়ার হাউজ উড়িয়ে দেবার জন্য। পরিচালক তোফাজ্জল হোসেন আসার পর প্রশাসনে ফোন করা হল। পরে দুপুরের ইন্ডিয়ান আর্মিরা এসে পাশের মাঠে ১৪ বস্তা বালির স্তূপ দিলেন। সেখানে বোমাটা রেখে দূরে গিয়ে সুইচ অন করলেন। সারা এলাকা কেঁপে উঠল। এত শক্তিশালী ছিল বোমাটা। ঈশ্বরই বাঁচিয়েছেন।

শেষ কথা: মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রতিটি দিবস, প্রতিটি ঘটনাই রক্তের অক্ষরে লেখা, ত্যাগে, আত্মদানে ও গৌরবের মহিমায় সমুজ্জ্বল। সাত মার্চের ভাষণে ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অকথিত বাণীর প্রকাশ। তাদের চেতনার নির্যাস, অবিসংবাদিত আন্তরিকতা। মূলত এর ফলেই বাঙ্গালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অর্জিত হয়েছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। বিশ্বের বুকে অভ্যুদয় হয়েছিল একটি নতুন দেশ, যার নাম বাংলাদেশ।

আমি মনে করি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এ যুদ্ধ চলবে, চালিয়ে নিতে হবে মুক্তিকামী জনতার। কী অকৃতজ্ঞ আমরা। যিনি সারা জীবন এত কষ্ট করে, জেল-জুলুম সহ্য করে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিলেন, তাকেই কত নির্মমভাবে, কত কুৎসিত নারকীয়ভাবে স্বপরিবারে হত্যা করা হলো। বাঙালি হত্যা করল তার জাতির পিতাকে, যে বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু আজীবন ভালোবেসেছিলেন। রক্ত দিয়ে তিনি বাঙালির ভালোবাসার ঋণ শোধ করেছেন একুশ বছর পর্যন্ত তারা বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাসে বিস্মৃত করে রেখেছিল। কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করে মিথ্যাকে শত চেষ্টা করেও প্রতিষ্ঠা করা যায় না॥ **(সমাপ্ত)**

স্বল্প ভাষী উৎপল

সুমন কোড়াইয়া

উৎপল আর নির্ঝর সমবয়সী। দু'জনেরই বয়স ৫০ এর কাছাকাছি। বয়সে বড়ো হলেও ওরা আমার বন্ধু। নির্ঝর স্মার্ট, সুদর্শন। প্রেম করে বিয়ে করেছে। ভালো ছাত্র ছিল। পেশাজীবনেও ভালো। ভালো মাইনে পায়। গিটার বাজিয়ে ভালো গানও গায়। দুই ছেলে-মেয়েকেই উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডা পাঠিয়েছে। অন্যদিকে, উৎপল আর আমি নির্ঝরের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। প্রেমও করতে পারি নাই। নিজ এলাকায় পছন্দ মতো মেয়ে না পেয়ে অন্য এলাকায় গিয়ে বিয়ে করেছি! পড়াশোনায় এতটা ভালো না থাকায় পেশাগত জীবনেও বেশি দূর এগুতে পারিনি। বছরের পর বছর একই পদে চাকরি করছি। আমি আর উৎপল এতদিন নির্ঝরকে হিংসাই করেছি।

নির্ঝরের বাসায় গেলে সে আমাদের দামি সোফায় বসতে দেয়। দুই তিন পেগ বিদেশী মদে পান করায়। এই মদগুলোর নামও শুনি নাই কোনদিন। ওর কর্পোরেট অফিসের আলোচনা করে। কয়েকদিন আগে ইউরোপ ট্যুর দিয়ে এসেছে। বছর তিন মাস পর কানাডা যাবে। ভিসাও পেয়েছে। এখন আমেরিকার ভিসার জন্য চেষ্টা করছে যেন এক ট্যুরে দুই দেশে ঘুরে আসতে পারে। গল্প করতে করতে দামি সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয় সে। আমরা দুইজনই সিগারেটে লম্বা টান দেই, যদিও আমরা সিগারেট নিয়মিত খাই না, শুধু ড্রিংকস করার সময় একটু আতটু খাই।

উৎপল নির্ঝরকে জিজ্ঞেস করলো- কীরে বন্ধু তোর বৌ কোথায়?

আর বলিস না, চলে গেছে। বলেছে আর আসবে না- দুঃখের সাথে জবাব দেয় নির্ঝর। সে হয়ত আমরা আসার আগে থেকেই সুরা পান করছিল। দেখেই বুঝা যাচ্ছে মাতাল হয়ে গেছে। চোখ মুছে বললো, দেখ, তোরা আমার চেয়ে কত্ত সুখি! তোদের বৌ-বাচ্চা তোদের সাথে থাকে। আর আমার সব কিছু থেকেও কিছুই নেই। আমাদের সন্তানদের পাঠালাম উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডা, দিনে একবার ফোন দিলে দেয়, না হয় কথা হয় না। টাকা পাঠাতে বলে টাকা পাঠাই। আর আমার বৌ তো শত শত অভিযোগের তীর আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। বলেছে, আমি নাকি ওকে গুরুত্ব দেই না। সে আমার সংসার করবে না। তোরাই বল, এই মধ্য বয়সে, একা সংসার করা কী কম কষ্টের?

আমি আর উৎপল নির্ঝরকে শান্ত্বনা দেই। আর বলি, এই বয়সে বৌ চলে গেছে, সত্যি কষ্টের ব্যাপার। তুই বৌদির নিকট যা, তাকে গিয়ে সরি বল, ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

ছ্যাত করে উঠে নির্ঝর। 'বলে কী শালারা?' মদ খেলে হয়ত বন্ধু-বান্ধবকে শালা বলা যায়।

তোরা কী ভেবেছিস ডুকরে কেঁদে উঠে নির্ঝর বলে, তোরা কী মনে করেছিন, আমি ওকে আনতে যাই নাই? আমি দুইদিন বৌকে আনতে গেছি। শেষ দিন তো বাসার দরজাই খোলেনি। আমাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আমরা একই স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছি। কখনো দেখেনি নিঝরের চারিত্রিক কোন সমস্যা আছে। উৎপল দায়িত্ব নিল সুরভি বৌদির সাথে একবার কথা বলে দেখবে, নির্ঝর যে কষ্টে আছে সেটা জানাবে। এছাড়া নির্ঝরও সুরভির বড় সন্তান রূপমের ধর্মপিতা-মাতা হচ্চে উৎপল ও তার বৌ মৌমিতা বৌদি। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রথা অনুসারে শিশুকে যখন অবগাহন বা দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়, তখন বায়োলজীক্যালী পিতা-মাতা ছাড়াও একজন ধর্মপিতা ও আরেকজন ধর্মমাতা হিসেবে দায়িত্ব নিতে হয়। উৎপল বেশ কয়েকবার চেয়েছে কানাডায় তার ধর্ম পুত্র রূপমকে ফোন করে কিন্তু বিভিন্ন দিধা দ্বন্দ্বে ফোন করা হয়নি। সে মনে মনে ভাবে, যাক এবার একটা সুযোগ এসেছে, রূপম ও তার মা সুরভীর সাথে কথা বলা যাবে।

আমি জানতে চাইলাম, কিছু মনে না করলে নির্ঝর বলতে পারিস কী কারণে তোদের সংসারে অশান্তি হতো?

উত্তরে নির্ঝর জানালো: সে কোনো পরকীয়ার সাথে জড়িত নয়, সংসারে যখন যেটা প্রয়োজন হয় সেটাই এনে দেয়। বৌকে সে সন্দেহ করে না; বকা দেয় না।

উৎপল জিজ্ঞাসা করলো, তুই যখন স্ত্রীর সাথে কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলতিস, বা মনোমালিন্য হতে, তখন তোর কণ্ঠ স্বর কেমন থাকতো?

এবার কেন যেন কবি নীরব!

নির্ঝর বললো, আমার মনে হয় এখানে আমার সমস্যা ছিল, এখনো আছে। আমি হঠাৎ রিএক্ট করে ফেলি। রেগে যাই।

লাল পানির ৩য় ও শেষ পেগটা দিল নির্ঝর। সেটাও ধিরে ধিরে পান করলাম। শেষে ওর ব্যাচেলার সংসারে থেকে রান্না করা খাবার খেয়ে রাতে বাসায় ফিরি।

পরদিন সকাল ছিল শুক্রবার। ঐদিন ছুটি থাকায় উৎপলের সুরভী বৌদির সাথে দেখা করার কথা। ভোরে হঠাৎ ফোন এলো উৎপলের মোবাইল নম্বর থেকে। ওর স্ত্রী মৌমিতা বৌদি মোবাইলে যা বললো সেটা শুনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সে জানালো তার প্রিয়তমা স্বামী ঘুমের মধ্যে স্ট্রোক করে মারা গেছে! বুকটা ধক্ করে উঠলো। আমার খুব বেশি বন্ধু নেই, যাও একজন ছিল উৎপল, সেও মারা গেল! ভাষণ কষ্ট পেলাম।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে ওয়ারী খ্রিষ্টান কবরস্থানে ওর মরদেশ দাফন করা হলো। তিনদিন পর মৃত উৎপলের স্মরণে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হলো। বন্ধু হিসেবে আমরা সেখানে অংশগ্রহণের জন্য ডাক পেলাম।

নির্ঝর ও আমার নিকট এই স্মরণ সভাটা একটু ব্যতিক্রমই মনে হলো।

স্মরণ সভার এক ফাঁকে আমি ইতিমধ্যে সুরভী বৌদির সাথে সহভাগিতা করেছি যে উৎপল তার সাথে দেখা করার কথা ছিল এবং কোন বিষয়ে বলার কথা ছিল সেটাও। সুরভী বৌদিও খুব কষ্ট পেয়েছেন উৎপলের অকাল প্রয়াণে।

উৎপলের স্ত্রী মৌমিতা বৌদির আমন্ত্রণে সুরভী বৌদিও মিরপুরের সেনপাড়া পার্বতার বাসায় স্মরণ সভায় আসলেন। আমি, নির্ঝর ও সুরভী বৌদি পাশাপাশি বসলাম। উৎপলের বড়ো ভাই, বড়ো বোন, ছোট বোন, চার্চের পালক, প্রতিবেশী, অফিসের সহকর্মীসহ আরও কতজন মৃত উৎপলের বিষয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। তার মধ্যে তার স্ত্রী মৌমিতার পাঁচ মিনিটের স্মৃতিচারণ সবার হৃদয় মন ছোঁয়ে গেল। তার স্তুতিচারণের উল্লেখযোগ্য অংশ এরকম:

উৎপল খুব ভালো ছিল। আমি বলতাম বেশি কথা, আর ও কম কথা বলতো। আমি বুঝে বা না বুঝে ওর কথার পতিক্রিয়া করতাম, আর ও দেখাতো না। সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। আমি রেগে কথা বললে, ও ঠান্ডা মাথ ায় জবাব দিতো। আমি ওকে রাগানোর চেষ্টা করলে বা অপমানজনক কথা বললেও সে ঠান্ডা মাথায় কথা শুনতো ও বলতো। ওর ভেতরে অনেক অসন্তুষ্টি থাকলেও যার সাথে অসন্তুষ্টি রয়েছে সে সেটা প্রকাশ করতো না। তবে পরে ঠান্ডা মাথায় বলতো। ফলে আমাদের আঠার বছরের দাম্পত্য জীবনে বড়ো কোন অশান্তি হয়নি। ওর কণ্ঠ স্বর সব সময়ই স্বাভাবিক থ াকতো, কখনো উচু গলায় কথা বলতো না, ভুল না করলেও আমার অভিমান ভাঙ্গানোর জন্য বারবার সরি বলতো। নিজে ছোট হতো- সে খুব ভালো মনের মানুষ ছিল। কোন হিংসা ছিল না। পরে আমি নিজেও নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওর সাথে ভালো আচরণ করতাম।

(৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আলোচিত সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চীন সফরের আমন্ত্রণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে চীন। প্রধানমন্ত্রী এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বুধবার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে তার দেশের আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দেন।

পরে প্রধানমন্ত্রী স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। রাষ্ট্রদূত প্রত্যাশা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের উন্নয়ন অংশীদারিত্ব নতুন উচ্চতায় উন্নীত হবে। সাক্ষাতে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। আলাপকালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে চীনের সহায়তা চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণাঞ্চল এতদিন অবহেলিত ছিল। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে ইতোমধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন হয়েছে। সরকার চায় এই অঞ্চলকে আরও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে চীন সহায়তা করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করে চীনা রাষ্ট্রদূত বলেন, শেখ হাসিনাকে শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, বিশ্বনেতা বলে আখ্যায়িত করেন।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় চীন সবসময় পাশে থাকবে বলে জানান রাষ্ট্রদূত।

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু ৩০ জুন

চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা আগামী ৩০ জুন থেকে শুরু হবে। মঙ্গলবার এই পরীক্ষার সময়সূচি (রুটিন) ঘোষণা করেছে শিক্ষাবোর্ডগুলো। সময়সূচি অনুযায়ী বাংলা (আবশ্যিক) প্রথমপত্রের মাধ্যমে শুরু হবে এই পরীক্ষা। ১১ আগস্ট শেষ হবে লিখিত পরীক্ষা। এরপর ১২ আগস্ট থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু হয়ে ২১ আগস্টের মধ্যে শেষ হবে। আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে এই পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হয়ে চলবে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরম পূরণ না করতে পারলে পরে বিলম্ব ফি দিয়ে ফরম পূরণ করার সুযোগ রয়েছে। জানা গেছে, পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, পুনর্বিন্যাসকৃত (সংক্ষিপ্ত) পাঠ্যসূচিতে অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা।

রূপপুরে হবে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

পাবনার রূপপুরে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিষয়ে বাংলাদেশ ও রাশিয়া নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটমের মহাপরিচালক (ডিজি) অ্যালেক্সি লিখাচেভ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ বিষয়ে পরে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানা গেছে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশেষ সফররত রোসাটম মহাপরিচালককে বলা হয়, বাংলাদেশ আরেকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহী এবং সেটা রূপপুরেই।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে রাশিয়া ও রোসাটমের কাছে সহযোগিতা কামনা করা হয়।

রোসাটম ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারাও এ বিষয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে আগ্রহী। ইতিমধ্যে প্রথম প্রকল্পের মাধ্যমে জনবল প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এদের দিয়েই দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজও করানো যাবে।

এ ছাড়া দ্বিতীয় প্রকল্পে খরচও কম পড়বে বলে জানানো হয় রোসাটমের পক্ষ থেকে।

নিউইয়র্কে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশি তরুণ নিহত

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায় পুলিশের গুলিতে এক বাংলাদেশি তরুণ (১৯) নিহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, ওই তরুণ পুলিশ সদস্যদের দিকে এক জোড়া কাঁচি নিয়ে তেড়ে গেলে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি চালায়।

গতকাল বুধবার কুইন্সের নিজেদের বাসায় এ ঘটনা ঘটে। এর আগে মানসিক যন্ত্রণায় ভোগা ওই তরুণ ৯১১ নম্বরে ফোন করে সহায়তা চান। পরে তাঁর বাসায় যান পুলিশ সদস্যরা।

ঘটনাটি নিয়ে পুলিশি বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বক্তব্য দিয়েছেন নিহত বাংলাদেশি তরুণের ভাই। তিনি বলেন, ঘটনার সময় তাদের মা ছেলেকে বাধা দিচ্ছিলেন। তখন পুলিশের গুলি করার মতো কোনো পরিস্থিতি ছিল না।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার কিছু পরই উইন রোজারিও নামের ওই তরুণকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বুধবার বেলা ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে ওজন পার্কের ১০৩ নম্বর স্ট্রিটে তাদের দ্বিতীয় তলার অ্যাপার্টমেন্টে ঘটনাটি ঘটে বলে জানায় পুলিশ।

নিহত উইন রোজারিওর বাবা ফ্রান্সিস রোজারিও বলেন, ১০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন ছিল উইনের।

পুলিশ কর্মকর্তা জন চেল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মানসিক যন্ত্রণায় থাকা ওই তরুণের ব্যাপারে ৯১১ নম্বরে ফোনকল পেয়ে দুই পুলিশ সদস্য ওই বাসায় যান। সেখানে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ, বিশৃঙ্খলা ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পুলিশের ধারণা, রোজারিও নিজেই ওই নম্বরে কল করেছিলেন।

জন চেল বলেন, বাসায় গিয়ে পুলিশ সদস্যরা রোজারিওকে হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি একটি ড্রয়ার থেকে জোড়া কাঁচি বের করে পুলিশের দিকে আসেন। তখন দুই পুলিশ সদস্যই গুলি ছুড়ে তাঁকে বশে আনেন। এর আগে তাঁর মা তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

ওই ঘটনা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে রোজারিওর ছোট ভাই উশতো রোজারিও (১৭) পুলিশি ভাষ্যের ভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়েছে। এ নিয়ে গত দুই মাসে নিউইয়র্কে পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত হলেন।

তাইওয়ানে ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত

তাইওয়ানের পূর্ব উপকূলে ৭.৫ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় বুধবার সকাল ৭টা ৫৮ মিনিটে ১৫.৫ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর জেরে তাইওয়ান ও এর প্রতিবেশী দেশগুলোতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। পরে অবশ্য সেই সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়।

এ ছাড়া কমপক্ষে ৯টি ৪ বা তার বেশি মাত্রার আফটারশক দেশটিতে আঘাত হানে।

২৫ বছরের মধ্যে এটি তাইওয়ানের সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ অনুসারে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল তাইওয়ানের হুয়ালিয়েন শহরের প্রায় ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) দক্ষিণে। হুয়ালিয়েনে একাধিক ভবন আংশিকভাবে ধ্বসে এবং হেলে পড়েছে।

তাইপেইয়ের সিসমোলজি সেন্টারের পরিচালক উ চিয়েন ফু বলেছেন, 'সমগ্র তাইওয়ান এবং উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়... যা ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল।' ১৯৯৯ খ্রিস্টের সেপ্টেম্বরে তাইওয়ানে ৭.৬-মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। ওই ভূমিকম্পে ২ হাজার ২০০ লোক মারা যায় এবং পাঁচ হাজার ভবন ধ্বংস হয়ে যায়।

অভিবাসীদের জন্য বড় দুঃসংবাদ দিল কানাডা

অভিবাসী কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কানাডা। এর জন্য তালিকায় নাম লেখাচ্ছে কানাডা।

বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) দেশটি ঘোষণা দিয়েছে, দ্রুত দেশটিতে থাকা অস্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা কমানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। কানাডার অভিবাসনমন্ত্রী মার্ক মিলার এই ঘোষণা দেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি।

সংস্থাটি বলছে, মূলত আবাসন সংকট দূর করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আবাসন সংকটের কারণে দেশটি বিদেশি শিক্ষার্থী কমানোর কথা ভাবছে বলে জানিয়েছিলেন মার্ক মিলার।

সম্প্রতি কানাডায় বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। পাশাপাশি বেড়েছে বিদেশি শ্রমিকের সংখ্যাও, যার ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা। অস্থায়ী বাসিন্দাদের বড় অংশই এককালীন ভিসায় দেশটিতে যান। বিগত কয়েক বছরে শ্রমিক ঘাটতি পুষিয়ে অর্থনীতিতে গতি আনতে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীলতার ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি কানাডা সরকার বিরোধীদের রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়েছে। তাদের অভিযোগ, বিদেশিদের কারণে আবাসনসংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন জরুরি সেবার ব্যাঘাতের মূল কারণ বিদেশিরা। এদিন মন্ত্রী জানান, কানাডা সরকার আগামী তিন বছরের মধ্যে এই সংখ্যা কমিয়ে আনবেন। ঘোষণা অনুযায়ী, বর্তমানে যে পরিমাণ বিদেশি অস্থায়ী ভিত্তিতে কানাডায় বসবাস করছেন প্রতি বছর তাদের সাড়ে ৬ শতাংশ হারে কমানো হবে।

৫০ বছরের মধ্যে দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ

যুগ যুগ ধরে মানব সম্প্রদায়কে একই সঙ্গে বিমোহিত ও সন্ত্রস্ত করেছে সূর্যগ্রহণ। এটি একটি অসাধারণ মহাজাগতিক ঘটনা। প্রাচীনকালে এ ঘটনাকে দেবতাদের ক্রোধের নিদর্শন বলে মনে করা হতো। তবে আধুনিক যুগে এই মহাজাগতিক ঘটনা দেখার জন্য উদগ্রীব থাকেন জ্যোতির্বিদ ও সাধারণ মানুষ।

চলতি বছরের ৮ এপ্রিল এ রকমই একটি বিরল সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। এটি ৭ দশমিক ৫ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এত দীর্ঘ সূর্যগ্রহণ ৫০ বছরের মধ্যে একবার ঘটে। সর্বশেষ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এ রকম দীর্ঘ সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। আগামী ৮ এপ্রিলের পর আবার ২ হাজার ১৫০ খ্রিস্টাব্দে এই বিরল সূর্যগ্রহণের দেখা মিলবে।

কক্ষপথে চাঁদ ও সূর্য একই সারিতে এসে পড়লে ঘটে সূর্যগ্রহণ। এমন পরিস্থিতিতে সূর্যের আলো সরাসরি চাঁদের গায়ে পড়ে, ফলে পৃথিবীতে চাঁদের ছায়া পড়ে। এ সময় চাঁদ স্বাভাবিকের চেয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি থাকে এবং এটিকে কিছুটা বড় দেখায়। সে সময় পৃথিবীর একাংশের দর্শকদের চোখে সূর্য সম্পূর্ণরূপে চাঁদের আড়ালে থাকে। ফলে এ সময় পৃথিবীর ওই অংশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

সূর্যগ্রহণের স্থায়ীত্ব ও দৃশ্যমানতা পর্যবেক্ষকের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। আগামী ৮ এপ্রিল মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে। অর্থাৎ এসব অঞ্চল সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে যাবে। ফলে লাখ লাখ মানুষ এই বিরল ঘটনা উপভোগ করতে পারবে। এশিয়ার জ্যোতির্বিদেরা এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন না। তবে লাইভ স্ট্রিমের মাধ্যমে ঘটনাটি কিছুটা হলেও উপভোগ করার ব্যবস্থা থাকবে।

এবারের সূর্যগ্রহণের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হলো, ঘটনার সময়। সূর্যের ১১ বছরের ঘটনাচক্রের চূড়ান্ত পর্যায়ের সঙ্গে সূর্যগ্রহণটি মিলে যাবে। অর্থাৎ এ সময় সৌর ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণে আরও বেশি সৌর কলঙ্ক এবং করোনা (সূর্যের বাইরের শ্বেত অংশ) দেখা যাবে। সূর্যগ্রহণের সময় সৌর কিরণের গোলাপি আভার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

মারা হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাপটিকে

গহিন বন আমাজনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাপ গ্রিন অ্যানাকোন্ডা পাওয়ার খবর বের হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই সাপটিকে গুলি করে মেরেছে শিকারিরা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত আমাজনের বনিতো গ্রামের ফরমোসো নদীতে ২৪ মার্চ গুলিবিদ্ধ মরা অ্যানাকোন্ডা পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞরা জানান, সাপটি গাড়ির টায়ারের মতো মোটা ছিল। ২৬ ফুট লম্বা ও ৪৪০ পাউন্ড ওজনের সাপটির মাথা ছিল মানুষের মাথার সমান।

সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, নয়া দিগন্ত, প্রথম আলো, ইত্তেফাক॥

ঋণ শোধ হবে না

মিল্টন রোজারিও

আমি বিশাল সবুজে সবুজ মাঠ দেখেছি
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবুজ!
শৈল্লা চকের ধান ক্ষেতের সবুজ দেখেছি
দেখেছি সেই সবুজের মাঝখানের ভিটিতে
দাঁড়িয়ে একটি বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ!
সমস্ত ধান ক্ষেতের সবুজেরা উত্তরীয় বাতাসে যেন এক
সম্রান্ত রাজা অশ্বত্থ বৃক্ষকে প্রণাম জানাচ্ছে!
বাতাসের নিয়ম মেনে লেফরাইট করে চলে
জমিনের যত সমস্ত
ক্ষেতের ফসল,
দক্ষিণের বাতাসে তারা উত্তরে হয় নত
তেমনি পশ্চিমের বাতাসে হয় পূর্বে নত
ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখাপল্লব যেন হাত
নেড়ে জানায় তাদের কুর্নিশের অভিবাধন!
তখনই মনে পড়ে আমার জাতির পিতাকে
যেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মঞ্চে দাঁড়ানো
লাখ জনতা করে কুর্নিশ তাকে!
সহস্র লক্ষ জনতার উত্তাল ঢেউ লাগে
মঞ্চের চতুরদিক থেকে, টকবগিয়ে ওঠে
গায়ের সমস্ত রক্ত, সুমধুর বজ্র কণ্ঠের বক্তব্যটি পেশ
করেন তিনি কবিতার ভাষায়,
স্বাধীনতা প্রত্যাশী জনগণ ছিল যার আশায়।
"এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।
যে কথা শতবর্ষে কেউ মুখ খুলে মাথা উঁচু করে প্রকাশ্যে
বলতে পারেনি,
তুমি আমার সেই বঙ্গবন্ধু,
তুমি আমার সেই শেখ মুজিবুর রহমান,
তুমি আমার আজকের কোটি কোটি জনতার
জাতির পিতা!
তুমি না হলে এই সংগ্রাম হতো না
তুমি না হলে এই বিশ্ববিখ্যাত কবিতা হতো না,
তুমি না হলে এই মুক্তিযুদ্ধ হতো না
তুমি না হলে আমরা স্বাধীন হতাম না
তুমি না হলে আজ আমরা
এই সোনার বাংলা পেতাম না!
আজকে তোমার এই জন্মদিনে
কোটি কোটি মানুষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছায়
তোমার এই ঋণ আমরা কোনদিনও
শোধ করতে পারবো না!!

তিন ধরনের পুতুল

ফাদার জর্জ কমল সিএসসি

এক জ্ঞান পিপাসু রাজা নিয়মিত রাজ সভার আয়োজন করতেন। সেখানে উপস্থিত থাকতেন তার মন্ত্রীবর্গ, পণ্ডিতগণ ও শিল্পীরা। রাজা এবং তার মন্ত্রীবর্গ তাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার জন্য ইতোমধ্যে অনেক সুনাম, সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। একদিন এক জ্ঞানী লোক রাজসভায় প্রবেশ করলেন। তাকে উষ্ণ স্বাগতম ও সম্মান প্রদান করা হলো। রাজা মহাশয় তাকে জিজ্ঞাস করলেন, "ওহে ভক্তি ভাজন আমি কি জানতে পারি, আপনাকে কী এখানে নিয়ে এসেছে? আমরা আজ আপনার উপস্থিতিতে খুবই খুশি হয়েছি।"

জ্ঞানী লোকটি উত্তর দিল, "হে রাজা মহাশয়, আপনার রাজসভা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে খুবই সুনামধন্য। আমি তিনটি সুন্দর পুতুল নিয়ে এসেছি এবং আমি আপনার মন্ত্রী, পণ্ডিত ও শিল্পীদের কাছ থেকে এর সঠিক মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা পেতে চাই।"

তিনি রাজাকে তিনটি পুতুল দিলেন। রাজা সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীকে ডাকলেন এবং তার হাতে পুতুল তিনটি মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করার জন্য তুলে দিলেন। মন্ত্রী পুতুল তিনটির দিকে একবার তাকালেন এবং রাজার দূতকে একটি সরু স্টিলের তার দিতে বললেন। মন্ত্রী মহোদয় চিকন তারটি প্রথম পুতুলের ডান কান দিয়ে ঢুকালেন এবং তারটি পুতুলটির বাম কান দিয়ে বেরিয়ে আসলো। সেই পুতুলটি আলাদা করে রাখলেন। তিনি দ্বিতীয় পুতুলটি নিলেন, তারটি পুতুলটির ডান কান দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন এবং এটি পুতুলটির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসলো। তিনি পুতুলটি অন্য এক জায়গায় রেখে দিলেন। তিনি তৃতীয় পুতুলটি নিলেন এবং তারটি ডানকান দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। তারটি পুতুলটির কান বা মুখের কোন জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসলো না। তারটি তার হৃদয়ে প্রবেশ করল।

রাজা এবং তার সভাসদগণ আগ্রহের সহিত সব কিছু লক্ষ্য করছেন। মন্ত্রী মহাশয় বললেন, "ওহে ভক্তিভাজন সভাসদগণ, তিনটি পুতুলের মধ্যে তৃতীয় পুতুলটি হলো সবচেয়ে উত্তম। তিনটি পুতুল আসলে তিন ধরনের শ্রোতার প্রতীক। এ জগতে তিন প্রকার শ্রোতা রয়েছে। প্রথম ধরনের শ্রোতাগণ প্রতিটি শব্দ শোনে এবং তা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। দ্বিতীয় প্রকার শ্রোতাগণ ভাল ভাবে শোনে, ভাল ভাবে মনে রাখে যেন তারা যা শুনেছে তা ভালভাবে বলতে পারে। তারা সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারে, কিন্তু কথার সাথে কাজের কোন মিল নেই। তৃতীয় প্রকার শ্রোতাগণ যা কিছু শোনে, তা হৃদয়মন দিয়ে শুনে এবং অন্তরের গভীরে গেঁথে রাখে। তারাই হলো প্রকৃত শ্রোতা। জ্ঞানী লোকটি রাজাকে এবং তার সভাসদকে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন॥

স্বাধীনতা তুমি

সংগ্রামী মানব

স্বাধীনতা তুমি নব তারণ্য
স্বাধীনতা তুমি নব জাগরণ,
স্বাধীনতা তুমি বিজয়ের পূর্বাভাস
স্বাধীনতা তুমি সত্যের রূপকার।
স্বাধীনতা তুমি বঙ্গবন্ধুর সোনার
বাংলার জয়-জয়কার।
স্বাধীনতা তুমি শহিদের রক্তে অর্জিত
সোনার বাংলা,
স্বাধীনতা তুমি মা-বোনদের
স্বার্থহীন ত্যাগ
স্বাধীনতা তুমি নরপিশাচের পরাজয়,
সোনালী-রুপালি
বাংলাদেশের বিজয়॥

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট আমার পিতার মতো ছিলেন

- পোপ ফ্রান্সিস

৩ এপ্রিল রোজ বুধবার সাংবাদিক জেভিয়ার পোপ ফ্রান্সিসের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন যেখানে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পূর্বসূরী পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। পোপ বেনেডিক্ট একজন মহান ব্যক্তি যিনি ভদ্রতায় বিভূষিত।

একারণে কিছু লোক তাঁর ভদ্রতার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু তিনি কারো প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব না রেখে নিজের চলাচল সীমিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি চক্র তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। যদিও তিনি কোমল স্বভাবের ছিলেন কিন্তু তিনি দুর্বল ছিলেন না, ছিলেন শক্তিশালী। তিনি নম্র ছিলেন এবং কারোর ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে পছন্দ করতেন না। ফলশ্রুতিতে তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তিনি আমাকে বৃদ্ধি পেতে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল। কোন বিষয়ে তিনি আমার সাথে একমত না হলে তিন/চার বার চিন্তা করার পর তা আমাকে বলতেন। তিনি আমাকে বৃদ্ধি পেতে ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দিয়েছেন। ভাতিকান চত্বরে অবসরপ্রাপ্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের সাথে একসাথে ১০ বছর থাকার সময় কালটিকে বর্ণনা করতে গিয়ে পোপ ফ্রান্সিস উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। তিনি আরো জানান, পোপ বেনেডিক্ট কখনো হস্তক্ষেপ করেননি, তিনি আমাকে স্বাধীন থাকতে দিয়েছেন। একটি উপলক্ষে আমার একটি সিদ্ধান্ত পোপ বেনেডিক্ট বুঝতে পারেননি বলে স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলেন। তিনি আমাকে বলেন, দেখো, আমি তা বুঝতে পারছি না, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া তোমার দায়িত্ব। আমি তাঁকে সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করলে তিনি খুশি হন।

সাক্ষাৎকারের বইটিতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ব্যাখা করে বলেন যে, তাঁর পূর্বসূরী কখনো তার কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি। 'তিনি কখনো আমার থেকে তাঁর সমর্থন তুলে নেননি।' হতে পারে তিনি কখনো কখনো কোন কোন বিষয়ে আমার সাথে একমত হননি, কিন্তু কোনদিন তা বলেননি। ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে শেষ সাক্ষাতে পোপ বেনেডিক্টকে বিদায় জানানোর ঘটনাটিও স্মরণ করেন পোপ ফ্রান্সিস। 'পোপ বেনেডিক্ট বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি তখনও চেতন, কিন্তু কথা বলতে পারেন না। তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমার হাত চেপে ধরলেন, বুঝতে পারলেন আমি কী বলছি, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারেননি। আমি বেশ কিছুক্ষণ ওরকমই তাঁর সাথে থাকলাম; উনার দিকে তাকিয়ে তাঁর হাতটা ধরলাম। উনার পরিষ্কার চাহনি আমার মনে আছে ... শ্রদ্ধা ও স্নেহভরা কণ্ঠে আমি তাঁকে কিছু কথা বলেছিলাম এবং তাঁকে আশীর্বাদ করার মাধ্যমে তাঁকে বিদায় জানালাম'।

পোপদের পোপীয় শাসনদায়িত্ব পালন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, সকল পোপগণই পূর্ববর্তীদের কাজ চলমান রাখেন। তবে এই ধারাবাহিক কাজের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য আসে প্রত্যেকজন পোপের নিজস্ব ক্যারিজমের কারণে। পোপদের কাজে সবসময়ই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে মতবিরোধ বা বিচ্ছিন্নতা নয়।

পোপ ফ্রান্সিস একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যেখানে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। 'যখন কিছু কার্ডিনাল বিবাহ সম্পর্কিত আমার কোন কোন মন্তব্যে বিস্মিত হয়ে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের সাথে দেখা করতে যান তখন তিনি তাদের সাথে খুব স্পষ্টভাবে কথা বলেন; কেননা পোপ বেনেডিক্টের সাথে আগেই আমার আন্তরিক কথোপকথন হয়েছে। একদিন কার্ডিনালগণ মূলতঃ আমার বিরুদ্ধে বিচার করার জন্য পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের গৃহে উপস্থিত হয় এবং আমাকে সমকামী বিবাহ প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত করে তাঁর কাছে কথা বলেন। পোপ বেনেডিক্ট কোনভাবেই উত্তেজিত হননি কারণ আমার ভাবনা তিনি আগে থেকেই ভালো ভাবে জানতেন। তিনি এক এক করে কার্ডিনালদের কথা শুনলেন এবং সব কথা বুঝিয়ে বলে তাদেরকে শান্ত করলেন। এক সময় আমি বলেছিলাম, বিবাহ যেহেতু একটি সাক্রামেন্ত তাই সমকামী দম্পতিদের জন্য তা সম্পন্ন করা অসম্ভব। তবে সমকামী লোকদের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে কোনওভাবে কিছু নাগরিক গ্যারান্টি বা সুরক্ষা দেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সে 'সিভিল ইউনিয়ন' ফর্মূলা রয়েছে যা বিবাহকে সীমাবদ্ধ করে না; তা সমকামীদের জন্য বিকল্প হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলেছিলাম, তিনজন বয়স্ক পেনশনভোগী যাদের স্বাস্থ্য সেবা, আবাসন ইত্যাদি ভাগ করে একসাথে থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কেউ কেউ পোপ বেনেডিক্টকে বলতে গিয়েছিলেন যে, আমি ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করি। পোপ বেনেডিক্ট তাদের কথা শুনেছিলেন এবং অত্যন্ত মর্যাদার সাথে তাদের ভাবনাগুলোর পার্থক্য নির্ণয় করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, এটা ভ্রান্ত মতবাদ নয়। তিনি আমাকে কিভাবে রক্ষা করেছেন! তিনি সবসময় আমাকে রক্ষা করেছেন। বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি আমার পিতার মতো।

নারীদের ভূমিকার জন্য: পোপ মহোদয়ের এপ্রিল মাসের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

পোপ মহোদয়ের এপ্রিল মাসের প্রার্থনার উদ্দেশ্য এবার নারীদের ভূমিকার জন্য। পোপ মহোদয় খ্রিস্টান সমাজ ও প্রত্যেক জন খ্রিস্টবিশ্বাসীকে আহ্বান করে বলেন; আসুন, আমরা প্রার্থনা করি যেন প্রত্যেক কৃষ্টিতে নারীদের মর্যাদা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং জগতের বিভিন্ন স্থানে তারা যে বৈষম্যের শিকার হন তার যেন অবসান ঘটে॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে স্বাধীনতা দিবস পালন

ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরীফিকেশন ▯ মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পালন করা হয়। দিবসকে সামনে রেখে সকাল ৬:৩০ মিনিটে দেশের মঙ্গল ও জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা স্মরণ করে ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। অতপর সকাল ৯:৩০মিনিটে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীতসহ বীর শহিদের উদ্দেশে বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সবিতা মারান্ডীর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, বিশেষ অতিথি মন্সিনিয়র মার্সেল তপ্ন ও ফ্রান্সিস সরেন এবং সভাপতি ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরীফিকেশন সিএসসি সহ অন্যান্য অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বোধনী নৃত্যেসহ ফুলের তোড়া, ব্যাজ ও উত্তেরীয় প্রদান করে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমার এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি তাদের প্রতি আমাদের সম্মান শ্রদ্ধা যেন সবসময় থাকে। স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন। বিশেষ অতিথি ফ্রান্সিস সরেন যুদ্ধের অনেক অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। আলোচনার মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন মোঃ রফিকুল ইসলাম এছাড়াও মনিকা ঘরামী ও প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল চিত্রাঙ্কন, রচনা, আবৃত্তি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আন্তঃ ক্লাস প্রীতি ফুটবল খেলা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান॥

মিলন মেলা অনুষ্ঠান

চিত্রা রোজারিও ▯ গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ জপমালা রাণী প্রেসিডিয়াম, কুইন্স, নিউ ইয়র্ক এর সকল ভ্রাতা ভগ্নি ও তাদের পরিবার এর সদস্যদের নিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্রাতা এলেন গনসালভেসের বাসভবনে, বড়দিন ও নবর্ষের এক মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। বর্তমানে জপমালা রাণীর প্রেসিডিয়াম ১৫ জন সেনা সদস্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে , প্রতি মাসে প্রেসিডিয়ামের মাসিক মিটিং পালা ক্রমে বিভিন্ন জনের বাসাতে পরিচালিত হয় এবং যেখানে তাদের পরিবারের ছোটবড় সকলেই অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং সহযোগিতা করেন তাই তাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদশনার্থে সকলকে নিয়ে, এই আয়োজন করা হয়েছিল। ১৫ জন সেনাসভ্য ও তাদের পরিবারের সকলই এই মিলন মেলায় উপস্থিত ছিলেন। এই মিলন মেলায় আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার স্ট্যানলি গমেজ, আদি উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১১ টায় ফাদার স্ট্যানলি গমেজ, প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন; দিনভর ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল প্রার্থনা, নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক, খেলাধুলা, লটারি এবং ছোট শিশুদের উপহার প্রদান এবং সেনাসভ্যদের জন্য উপহার। আধ্যাত্মিক পরিচালক পরিশেষে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুষ্ঠানের ইতি টানেন॥

রহনপুর ধর্মপল্লীতে সাধু যোসেফের তীর্থোৎসব উদ্‌যাপন

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার, ফাদার যোয়াকিম হেম্ব্রম ▯ গত ১৯ মার্চ সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী রহনপুরে মহাসমারোহে সাধু যোসেফের পর্ব এবং তীর্থোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় ও তীর্থোৎসবে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার বার্ণার্ড রোজারিওসহ আরও ৫ জন যাজক। একই দিনে ধর্মপল্লীর ২২০ জনকে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়।

সাধু যোসেফের তীর্থোৎসবকে কেন্দ্র করে ৯ দিন ব্যাপী নভেনা খ্রিস্টযাগ ও পাপস্বীকার সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত নভেনা খ্রিস্টযাগে সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করার জন্য সাধু যোসেফের ভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৮ মার্চ সন্ধ্যায় সাধু যোসেফের মূর্তি সহযোগে আলোর শোভাযাত্রা ও রোজারিমালা প্রার্থনা করা হয়। ১৯ মার্চ সকালে ক্রুশের পথ করা হয় এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় বলেন, "সাধু যোসেফ হলেন আমাদের পালক পিতা। তিনি সকল পিতার আদর্শ। বিশেষ করে পবিত্র পরিবার গঠনে, পালনে ও রক্ষণে তিনি আমাদের কাছে মহান আদর্শ।" খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত সকলকে এই তীর্থোৎসবে যোগদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

ফাদার দিলীপ এস.কস্তা রচিত "তুমি আছো আমি আছি" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার ▯ গত ২১ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ ভবনে ফাদার দিলীপ এস.কস্তা রচিত "তুমি আছো আমি আছি" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ফাদার পল গমেজ, পরিচালক, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, মন্সিনিয়র মার্সেলিউস তপ্ন, ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও, ফাদার প্যাট্রিক গমেজসহ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে কর্মরত ফাদারগণ।

ফাদার দিলীপ তার বক্তব্যে বলেন- আমার নিত্য দিনের অগোছালো কিছু চিন্তা-চেতনা ও কল্পনা লেখনিতে রূপ লাভ করে। আমার ধ্যান-জ্ঞান ও উপলব্ধির কিছু কথা, কিছু বাণী ও কিছু অনুভূতি খাতার পাতায় কলমের সহায়তায় কবিতা-অকবিতার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায়। দীর্ঘ চব্বিশ বছর সযত্নে রক্ষিত সেই খাতা হতে উদ্ধার করা হল পংক্তিমালা: তুমি আছো আমি আছি। বইটি পড়ার নিমন্ত্রণ জানাই সবাইকে।

উৎসাহী, আগ্রহী ও মনোযোগী পাঠকসহ সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর প্রকাশক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু তার বাণীতে উল্লেখ করেন যে, ১০টি গ্রন্থ প্রকাশ করে ফাদার দিলীপ এস. কস্তা একজন পূর্ণাঙ্গ লেখক। 'তুমি আছো আমি আছি' লেখকের একাদশ সফল প্রয়াস চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। কবিতার মধ্যদিয়েই ফাদার দিলীপ কস্তা কিশোর কাল থেকেই তার লেখক সত্তার প্রকাশ করেন। 'যিশু বাউল' নাম নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই লিখে চলেছেন আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা সম্পন্ন কবিতা। 'তুমি আছো আমি আছি' কবিতা গ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বর নির্ভরশীলতাসহ আশা-প্রত্যাশার কথা, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও জীবন নির্ধারণের দিক নির্দেশনা। কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ 'তুমি আছো আমি আছি' শাব্দিক অর্থে মানবীয় প্রেমকে নির্দেশ করলেও এ কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই আমাদেরকে পরমাত্মার দিকে চালিত করে।

সৃজনশীল কবি ফাদার দিলীপ এস.কস্তার 'তুমি আছো আমি আছি' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশে প্রতিবেশী প্রকাশনী জড়িত হতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করছি। কবিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। সকল স্তরের পাঠকের কাছে এই কবিতা গ্রন্থটি গ্রহণীয় হবে বলে প্রত্যাশা করি। কবির কাছ থেকে ভবিষ্যতেও আরো কবিতা প্রত্যাশা করছি। কেননা কবিই পারে তার কথা ও ছন্দের তালে বর্তমানকে ভবিষ্যতে নিয়ে যেতে।

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিশপ মহোদয় তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- 'তুমি আছো আমি আছি' এ বইটির লেখক ফাদার দিলীপ এস.কস্তাকে আমাদের ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই॥

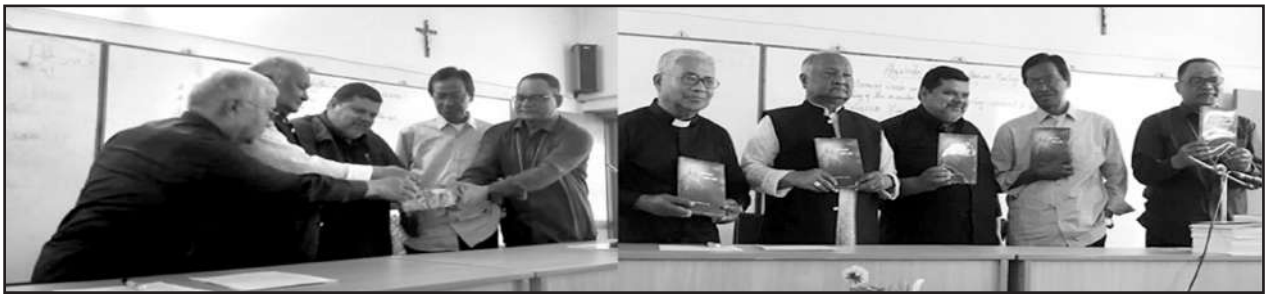

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রাণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা
- উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদ
- গীতাবলী
- ভক্তিপুষ্প
- শেকড়ের অন্বেষণে পূর্ববঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম
- বিশ্বাস ও জীবন
- তুমি আছো, আমি আছি

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 13
Regd. No. DA-33
❖ 7 - 13 April, 2024, ২৪ - ৩০ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org